বর্ষ ১ সংখ্যা ১৯

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১-১৫ এপ্রিল, ২০২১

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

এক নতুন ভারত গড়ার পথে

বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে সব পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ভারতকে দ্রুত আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

শহীদদের প্রণাম

১৩ এপ্রিল, ১৯১৯-এ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে বৈশাখী উৎসব সমারোহে ব্রিটিশ সেনার গুলিচালনার ঘটনার ১০২ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই মর্মান্তিক স্মৃতি আজও জীবন্ত। সেদিন সেখানে ২২ বছর বয়সী এক যুবক নানক সিংহ উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ে চাপা পড়ায় তাঁর শরীরে সেদিন গুলি লাগেনি। তিনি সেই বীভৎস হত্যাকান্ড নিয়ে 'রক্তাক্ত বৈশাখী' নামক একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতা প্রকাশের পর রুষ্ট ব্রিটিশ সরকার কবিতাটির মূল পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেই কবিতার একটি মূল অংশ :

জালিয়ানওয়ালা বাগে একত্রিত
১৩ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায়,
বন্ধুরা সবাই সেই উদ্যানের দিকে যাচ্ছিল।
মনে সুবিচারের আশা নিয়ে
সমস্ত শিখ, হিন্দু, মুসলমান এসেছিল
শহরের খুব কম মানুষই বাকি ছিল।
সবাই নিজেদের জীবনের পরোয়া না করেই এসেছিল
ছেড়ে জীবনের আশ্রয়
বন্ধুরা তাঁরা এখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে বাড়িতে
ফেরার আশা না রেখেই
সমস্ত ইচ্ছা ও স্বপ্ন পেছনে ফেলে গিয়েছিল, আমার
বন্ধুরা।
তাঁদের রক্তে জালিয়ানওয়ালা বাগকে সতেজ করতে
ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে
আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিল আমার বন্ধুরা।
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা মৃত্যুকে আপন
করে নিয়েছিল,
যমকে বাধ্য করেছিল তাঁদের গ্রহণ করতে, আমার
বন্ধুরা।
যেমন মনসুর বলেছিল, 'আমিই সত্য!'
যখন সে গোলাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল।
যেমন সামস তাব্রিজি; যাঁর ঈশ্বর সন্ধান
শেষ হয়েছিল মৃত্যুর আনন্দে, আমার বন্ধুরা।

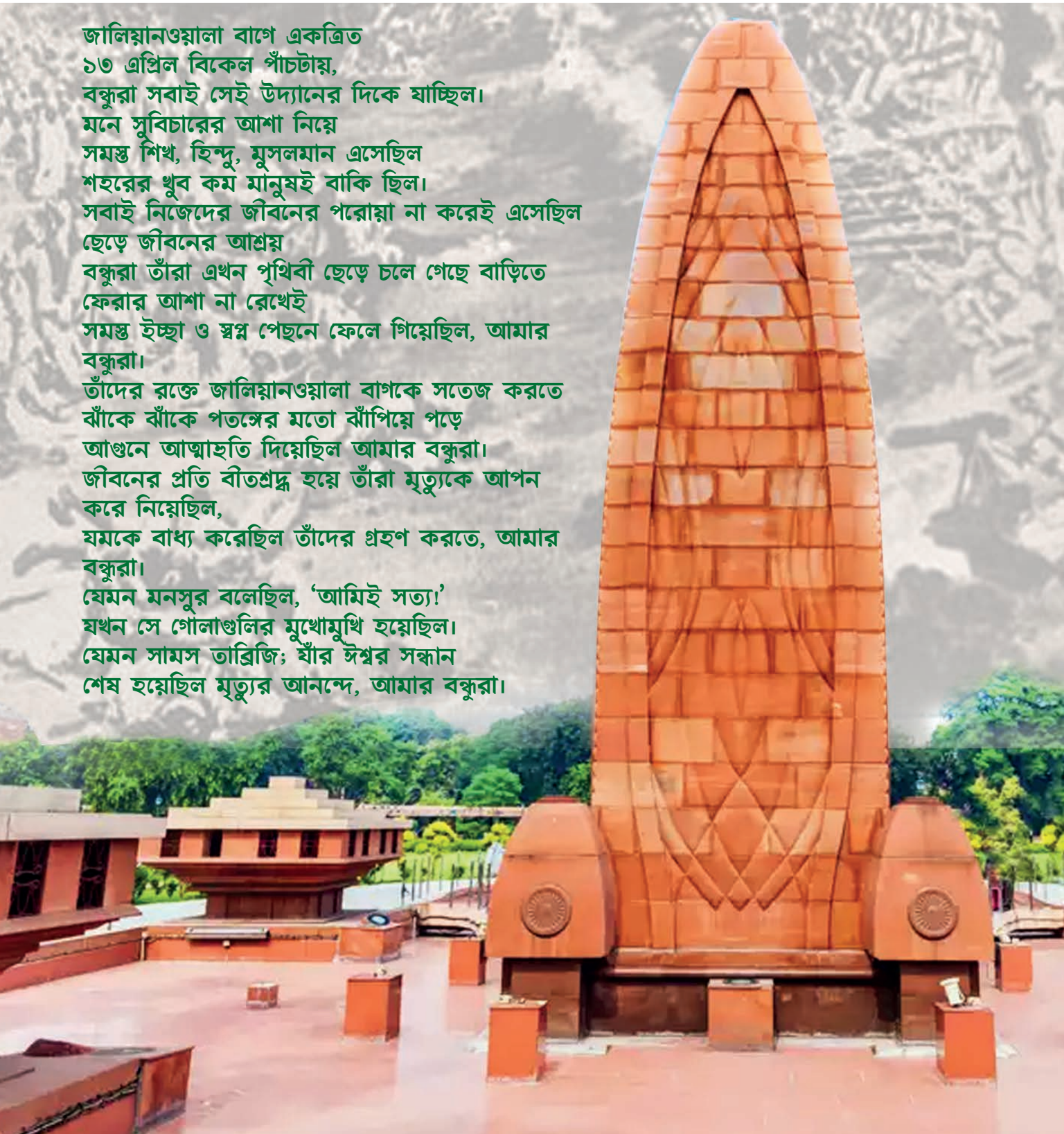

সূচিপত্র

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য-মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825

response-nis@pib.gov.in

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৯ ১-১৫ এপ্রিল, ২০২১

১	সম্পাদকীয়	পৃষ্ঠা ০২
২	ডাকবাক্স	পৃষ্ঠা ০৩
৩	সমাচার সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা ০৪-০৫
৪	উৎকল দিবস	পৃষ্ঠা ০৬
৫	ব্যক্তিত্ব : ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর	পৃষ্ঠা ০৭
৬	অমৃত মহোৎসব	পৃষ্ঠা ০৮-১০
৭	এমআইডি, ২০৩০	পৃষ্ঠা ১১
৮	প্রচ্ছদ নিবন্ধ	পৃষ্ঠা ১২-২১
৯	ফেম ইন্ডিয়া এবং বিএস-৬	পৃষ্ঠা ২২-২৫
১০	মুদ্রা যোজনা	পৃষ্ঠা ২৬-২৭
১১	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত	পৃষ্ঠা ২৮
১২	জনঔষধি	পৃষ্ঠা ২৯
১৩	করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ	পৃষ্ঠা ৩০-৩১
১৪	মৈত্রী সেতু	পৃষ্ঠা ৩২
১৫	গুরু তেগবাহাদুর স্মরণে	পৃষ্ঠা ৩৩
১৬	সংস্কৃতি	পৃষ্ঠা ৩৪
১৭	কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন	পৃষ্ঠা ৩৫
১৮	পরিবর্তনের পথে ভারত	পৃষ্ঠা ৩৬

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

ভারতীয় সংস্কৃতিতে উৎসব- পার্বণের অনেক গুরুত্ব। দেশের স্বার্থে গ্রহণ করা শপথও কোনও উৎসব থেকে কোনভাবে কম হয় না। সামগ্রিকতার শক্তি এই সঙ্কল্পকে বড় সাফল্যের পথে নিয়ে যায়।

যখন সরকারের কোনও প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র একটি নতুন আশার আবহ গড়ে ওঠে, দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে, তখন সরকারের কাছ থেকে একটি বিশেষ পরিণাম আশা করা হয়। এবার সাধারণ বাজেট নিয়ে সারা দেশে ইতিবাচক আবহ গড়ে ওঠায় কেন্দ্রীয় সরকারও অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটের প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নিজে সমস্ত সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগী, বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বার্তালাপের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাজেট ঘোষণাগুলিকে আরও দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত করার পথের সন্ধান করা; কিভাবে সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্র পরস্পরের প্রতি আস্থা রেখে আরও এগিয়ে যাবে! সরকার এমন আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সংস্থা এবং প্রতিটি উদ্যোগ নিজস্ব ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এই ভাবনাটি এবারের সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী হয়ে উঠেছে।

অসংখ্য উৎসব এবং সঙ্কল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিকে আমরা স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব' রূপে পালন করছি। এই উৎসব দেশের ৭৫ বছরের উন্নয়নকে তুলে ধরবে। এছাড়া ২০৪৭ সালে দেশ যে স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করবে, তার দৃষ্টিভঙ্গীও এই উৎসবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে।

ভারত তার সৈনিকদের কঠিন সংঘর্ষ থেকে প্রেরণা নিয়ে কিভাবে এগিয়ে যাবে সেটাও এবারের সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শ্রী গুরু তেগবাহাদুরজিকে নিয়ে লেখা কিংবা উৎকল দিবসে ওড়িশার পাইক সেনাদের কাহিনী, সংবিধানের শিল্পী ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়ক মুদ্রা যোজনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবহণ ব্যবস্থা-ভিত্তিক 'ফেম ইন্ডিয়া' এবারের সংখ্যায় বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বরাবরের মতোই পড়তে থাকুন আর নিজেদের পরামর্শ আমাদের লিখে জানান।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in-এ

(জয়দীপ ভাটনাগর)

ডাকবাক্স

পূর্ব ভারতের উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নতি নিয়ে এত সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। এই পূর্ব ভারত এক সময় দেশের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও এই পূর্ব ভারত দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'পূবের জন্য কাজ করো' নীতির ফলে এই অঞ্চলের মহাসড়ক পথ, রেলপথ, বিমানপথ এবং ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হবে।

চন্দ্রকান্ত প্রধান
Chandrakantapradhan2014@gmail.com

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার

ভারত সরকারের ডিজিটাল ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে সরকারি ছুটির দিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনের তালিকা সহ বিভিন্ন প্রকল্প, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনার বিবরণ রয়েছে

এটি গুগল প্লে স্ট্রোর এবং আইওএস-এ ডাউনলোড করা যাবে

Google Play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

iOS link
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার সম্পর্কে জানতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলি সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞান নিয়মিত প্রকাশিত হলে ছাত্রছাত্রী সহ সকলে উপকৃত হবে।

রিদ্ধিমা গুপ্তা
sangeetaguptashree@gmail.com

পত্রিকাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। দেশের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং দেশের প্রকৃত চিত্র সম্বলিত প্রতিবেদনগুলি আমার ভালো লেগেছে। এটি ছাত্রদের জন্য খুবই সহায়ক পত্রিকা। এই পত্রিকার আরেকটি সুবিধা হল যে এটি বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হয়। এরকম ভালো কাজ চালিয়ে যান।

ধ্রুবজিৎ দত্ত
duttadhruba200@gmail.com

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে এই পত্রিকাটি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এটি শিশুদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করি। যদি সম্ভব হয় আমাকে এই পত্রিকার তেলেগু সংস্করণ পাঠাবেন অথবা আমরা কী করে এর গ্রাহক হতে পারি জানাবেন।

varalakshmipalla19@gmail.com

এটা খুব ভালো পত্রিকা এবং এতে দেশ সম্পর্কে অনেক ইতিবাচক তথ্য ছাপা হয়। এর মুদ্রণ ও লেখাগুলিও খুব উচ্চমানের। আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমার পরামর্শ, এই পত্রিকার নাম পালটে কি 'জাগ্রত ভারত সমাচারপত্র' করা যায়?

সুনিতা প্যাটেল
sunitapatel.sp7@gmail.com

প্রয়াত কর্মচারীদের ছেলে-মেয়ের জন্য বিএসএফ কাউন্সেলিং হেল্পলাইন চালু করেছে

বিএসএফ-এর প্রয়াত কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে, সাহায্য ও কাউন্সেলিং-এর জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। একটি সংহত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্যের হাত বাড়াতে 'সাহারা' নামক এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএসএফ এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (এনসিপিসিআর)-এর যৌথ উদ্যোগে এই হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা কাউন্সেলিং-এর পাশাপাশি শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বঞ্চনা সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ শুনবেন। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবেন। 'সাহারা' এই শিশুদের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তা পেতে সাহায্য করবে। এজন্য একটি স্বতন্ত্র টোল-ফ্রি টেলি-কাউন্সেলিং নম্বর – ১৮০০-১-২৩৬-২৩৬ এবং একটি ওয়েবলিঙ্ক – https:/www.ncpcr.gov.in/ চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ডায়রেক্টরেট অফ ইন্ডিয়ান আর্মি ভেটেরান্স (ডিআইএভি) কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত সৈনিক ও কর্মচারীদের পরিবারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে সেনা-কর্মচারীদের পরিবারবর্গের মতো বিএসএফ-এর পরিবারের জন্যও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে মৃত কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ছাত্র বৃত্তি, বিধবাদের জন্য ভাতা, কম্পিউটার সহায়তা, উচ্চশিক্ষায় সহায়তা এবং বিবাহযোগ্যা কন্যাদের বিবাহ ভাতা। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ১ লক্ষ বিএসএফ কর্মচারীর বিধবা ও শিশুরা নিজেদের সম্ভ্রম বজায় রেখে জীবনধারণে সক্ষম হবেন।

স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে পর্যটকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ অতিক্রম করেছে

আরেকটি মাইলফলক, আমাদের দেশের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিতে নির্মিত তাঁর বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখতে ২০২১-এর ১৫ মার্চ পর্যন্ত ৫০ লক্ষেরও বেশি পর্যটক এসেছেন। গড়ে দৈনিক ৯-১০,০০০-এরও বেশি পর্যটক এই স্মারক দেখতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে বিদেশি পর্যটকরাও রয়েছেন। ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিতে জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ১৮২ মিটার উঁচু মূর্তিটি উদ্বোধন করেছিলেন। যেদিন সেই মূর্তি দেখতে আসা পর্যটকদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ পেরিয়ে যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সাফল্যকে ঐতিহাসিক এবং গৌরবপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করে ট্যুইট করেন।

আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে জোয়ার, ধূপকাঠির আমদানি ৯৩% কমেছে

সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন দেশীয় শিল্প শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। ভারতীয় ধূপকাঠি শিল্প, এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে গত বছর জুলাই মাসে চালু করা আত্মনির্ভর অভিযানের ফলস্বরূপ ধূপকাঠি শিল্প ইতিমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই প্রকল্পে মহিলা ও গ্রামীণ মানুষদের ধূপকাঠি শিল্পে অধিক কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করেছে। ফলস্বরূপ, দেশে ধূপকাঠি আমদানি দ্রুত কমেছে। ২০২০-র এপ্রিল থেকে ২০২১-এর জানুয়ারির মধ্যে দেশে ধূপকাঠির আমদানি ৯৩% কমেছে। ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে ২০২০-র মার্চ পর্যন্ত ভারত ২৮৪ কোটি টাকার ধূপকাঠি আমদানি করেছিল। তারপর থেকে ২০২১-র জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ১৯ কোটি টাকার ধূপকাঠি আমদানি করা হয়েছে।

এ বছর ইপিএফ-এ ৮.৫% সুদ উপহার

পরিস্থিতি যতোই প্রতিকূল হোক, কেন্দ্রীয় সরকার ৬ কোটি কর্মচারীদের স্বার্থে কোনরকম টাকা না কেটে ভবিষ্যনিধি তহবিলে জমা টাকায় ২০২১-এ আরেকবার ৮.৫% সুদ উপহার দিয়ে আশ্বস্ত করেছে। প্রথমবার ইপিএফও জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের উপভোক্তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার বিস্তারও ঘটিয়েছে। এই বিস্তারের পর কর্মচারী ভবিষ্যনিধি – ইপিএফ-এর কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ড (সিবিটি)-এর প্রথম বৈঠক শ্রীনগরে গত ৪ মার্চ আয়োজিত হয়েছিল। সেখানেই এই সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সেরাউইক গ্লোবাল এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন

এটা ভারতের জন্য শুধু সুসংবাদ নয়, গর্ব করার মতো খবর। সুলভ জ্বালানি এবং পরিবেশ নির্মল করার ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য সমাধান এবং নীতিগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে নেতৃত্ব প্রদান এবং অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সেরাউইক গ্লোবাল এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট লিডারশিপ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত বার্ষিক জ্বালানি মঞ্চ হিসেবে সেরাউইক ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। আর ২০১৭ সালে এই পুরস্কার চালু হয়েছে। ভারত জ্বালানি ক্ষেত্রে উন্নত উৎসের জন্য নিয়মিত কাজ করছে এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

পুরস্কার প্রদান সমারোহে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে সেরাউইক আন্তর্জাতিক জ্বালানি এবং পরিবেশ নেতৃত্ব পুরস্কার গ্রহণ করছি। আমি এই পুরস্কারটি আমার মহান দেশের জনসাধারণকে সমর্পণ করছি। আমি এই পুরস্কারটি আমার দেশের মহান ঐতিহ্যকে সমর্পণ করছি, যা আমাদের সর্বদাই পরিবেশ রক্ষার পথ দেখিয়ে এসেছে।"

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

এখন ই-দাখিল পোর্টালের মাধ্যমে সহজে উপভোক্তারা অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন

গ্রামীণ এবং শহুরে উপভোক্তাদের অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করতে ই-দাখিল পোর্টালকে শক্তিশালী করা হয়েছে। ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন (এনসিডিআরসি) এই পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইন অভিযোগ ফাইল করার প্রক্রিয়া সহজ করে তুলেছে। একে কমন সার্ভিস সেন্টারগুলির (সিএসসি) সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে গ্রামীণ উপভোক্তারা সহজেই তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে উপকৃত হতে পারেন। কমিশন এখন ১৫টি রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু করে ৪৪৪টি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক সমস্ত রাজ্যে এই ধরনের পোর্টাল শুরু করার জন্য তৎপর হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

করোনার সঙ্কটকালের পর প্রথমবার একদিনে ৩.১৩ লক্ষ যাত্রী আকাশে উড়লেন

এখন দেশ করোনা মহামারীর সঙ্কট থেকে বেরিয়ে এসে সুরক্ষা নিয়মাবলী পালনের মাধ্যমে জনজীবনকে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর সব থেকে বড় উদাহরণ হল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একদিনে ৩.১৩ লক্ষ রেকর্ড সংখ্যক যাত্রী বিমানযাত্রা করেছেন। ২৫ মার্চ, ২০২০-তে চালু হওয়া লকডাউনের পর সমস্ত ধরনের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২৫ মে, ২০২০ থেকে ধাপে ধাপে আবার সব চালু করা শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে মাত্র একদিনে আকাশপথে যাত্রী পরিবহণের এটি সর্বোচ্চ সংখ্যা। সেদিন ২,৩৫৩টি উড়ানে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৬৮ জন দেশীয় বিমানপথে আসা-যাওয়ার জন্য যাত্রীরা বিমান পরিষেবার আনন্দ নিয়েছেন। ফলে, সেদিন দেশের সমস্ত বিমানবন্দরগুলিতে মোট ৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করেছেন। ■

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মাটি

প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল ওড়িশা। ১লা এপ্রিল উৎকল দিবস হিসেবে ওড়িশা তার ৮৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে। রাজ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভগবান জগন্নাথের ভূমি হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ওড়িশাকে আমাদের আরেকটি কারণে জানা উচিৎ। ১৮১৭ সালের পাইকা সশস্ত্র সংগ্রাম; যা আসলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলা যায় ...

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে মহারাজা সুহেল দেব স্মারকের উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "ভারতের ইতিহাস শুধু সেটাই নয় যেটা দেশকে দাস করে রাখা ব্রিটিশের প্রতিভূ ঐতিহাসিকরা কিংবা দাসত্বের মানসিকতা নিয়ে রচনা করা ঐতিহাসিকদের বয়ানে লেখা হয়েছে। ভারতের ইতিহাস তো সেটাও যা ভারতের সাধারণ মানুষের মনে, ভারতের লোকগাথাগুলিতে বর্ণিত রয়েছে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বলা হয়ে আসছে।" ওড়িশার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য একদমই মিলে যায়। সম্রাট অশোককে অহিংসার পাঠ প্রদানকারী এই উৎকল প্রদেশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৮৫৭-র স্বাধীনতা সংগ্রামেরও ৪০ বছর আগে ওড়িশার পবিত্র ভূমিতে ১৮১৭ সালে একটি এমন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যা পূর্ব ভারতে ইংরেজদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল।

পাইক অথবা পাইকা আসলে ওড়িশার গজপতি শাসকদের অধীনস্থ অসংগঠিত কৃষক সৈন্যদল ছিল যারা যুদ্ধের সময় রাজার হয়ে লড়াই করত আর শান্তির সময় চাষবাস করত। ব্রিটিশ শাসন ওড়িশার উত্তরে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রদেশ অধিকার করার পর ১৮০৩ সালে ওড়িশাকেও নিজের দখলে নিয়ে নেয়। কয়েক বছর পর গজপতি রাজাদের অসংগঠিত সৈন্যদলের বংশানুগত সর্দার বক্সি জগবন্ধুর নেতৃত্বে পাইক আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন জনজাতি ও সমাজের অন্যান্য বর্গের সহযোগিতা নিয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। ১৮১৭ সালে এই পাইক বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। কোনভাবেই এই বিদ্রোহ একটি বিশেষ বর্গের মানুষের বা ছোট গোষ্ঠীর বিদ্রোহ ছিল না। বিভিন্ন জনজাতি এবং সমাজের অন্যান্য বর্গের মানুষও এতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজরা সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। এতে অসংখ্য বিদ্রোহী প্রাণ হারিয়েছিলেন। অনেক পাইক সেনা ১৮১৯ পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁদেরকে ধরে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছে। বক্সি জগবন্ধুকে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলখানাতেই ১৮২৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওড়িশায় এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানীদের পরিবারগুলিকে সম্মানিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "এটা দুর্ভাগ্যজনক যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কয়েকটি পরিবারের অবদান এবং কিছু উদাহরণেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি গণ-আন্দোলন ছিল। এটি আপামর দেশবাসীর আত্মবলিদানের গাথা ছিল।" ইতিহাসের এই অসংগতি দূর করার জন্য পাইকা বিদ্রোহের ২০০তম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিদ্রোহকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা করেন। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ওড়িশার খুরদা জেলায় অবস্থিত বরুনেই পাহাড়ের পাদদেশে এই বিদ্রোহের স্মারক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সাম্যবাদী সমাজের প্রেরণা
বাবাসাহেব

মানবজাতির ইতিহাসে সম্ভবত এমন কোনও সময় নেই, যখন কেউ না কেউ নিজের যুক্তি, কর্ম এবং বুদ্ধির ভিত্তিতে তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কারগুলি ও অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি। আজ দেশ এমনই একজন সমাজ সংস্কারক, সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ রচনায় নিজেকে সমর্পণ করা মহান নেতা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে, তাঁর ১৩১তম জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণ করছে। বাবা সাহেব শুধুই ভারতের সংবিধান রচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেননি, তিনি দেশে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ রচনায় প্রেরণাদাতা মহামানবও ছিলেন।

বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া প্রভিন্সে (এখন মধ্যপ্রদেশ) অবস্থিত মহুনগর সেনা ছাউনি শহরে হয়েছিল। তিনি পিতা রামজি মালোজি সকপাল এবং মা ভীমাবাঈয়ের চতুর্দশ বা শেষ সন্তান ছিলেন। ছোটবেলায় দারিদ্র্য এবং বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারের ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত অভাবের মধ্যে কেটেছে। নিজের জাতি পরিচয়ের কারণে বালক অবস্থাতেই তাঁকে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল।

মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতার কারণে ভীমরাওকে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯০০ সালের ৭ নভেম্বর রামজি সকপাল সতারার সরকারি হাইস্কুলে তাঁর ছেলে ভীমরাও-এর নাম ভিওয়া রামজি আম্বডওয়েকর হিসেবে নথিভুক্ত করিয়েছিলেন। তাঁর ছোটবেলার নাম ছিল ভিওয়া। তাঁর মূল উপাধি সকপালের বদলে আম্বডবেকর লিখিয়েছিলেন কারণ তাঁরা ছিলেন আম্বডওয়ে গ্রামের বাসিন্দা। কোঙ্কন এলাকার মানুষেরা নিজেদের উপাধি গ্রামের নামে রাখতেন। একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক কৃষ্ণা মহাদেব আম্বেদকর ভিওয়াকে খুব ভালোবাসতেন। তিনিই তাঁর নামের উপাধি আম্বডবেকর থেকে বদলে আম্বেদকর করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমরা তাঁকে আম্বেদকর নামেই জানি।

বাবা সাহেবের ১৩১তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

১৯০৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর তিনি এলফিংস্টন কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজটি ছিল বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যান। স্বাধীনতার আগে ১৯৪৩ সালে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে ভাইসরয় কাউন্সিলে সামিল করা হয় এবং তাঁকে শ্রমমন্ত্রী করা হয়। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টও তাঁর হাতে ছিল। ঠিকাদারদের মধ্যে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ঠিকা নিয়ে কাজ করার প্রতিযোগিতা চলত। কাজ পাওয়ার লোভে এক বড় ঠিকাদার

তাঁর ছেলেকে বাবা সাহেবের ছেলে যশবন্ত রাও-এর কাছে পাঠান এবং বাবাসাহেবের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিলে তার অংশীদার করে ২৫ থেকে ৫০% কমিশন দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। যশবন্ত রাও একথা যখন বাবাসাহেবকে বলেন তখন তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তিনি বলেন, "আমি এখানে কেবলমাত্র সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এসেছি। নিজের সন্তান প্রতিপালনের জন্য আসিনি। এ ধরনের লোভ-লালসা আমাকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না!" যখন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে নতুন সরকার তৈরি হয়, তাতে ডঃ আম্বেদকরকে দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৭-এর ২৯ আগস্ট ডঃ আম্বেদকরকে স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান রচনার জন্য গড়ে ওঠা সংবিধান রচনা সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ডঃ আম্বেদকর বাস্তবে নাগরিকদের সমঅধিকারের পক্ষপাতি ছিলেন এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারার বিরোধিতা করতেন। ডঃ আম্বেদকর ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রয়াত হন। ১৯৯০ সালে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। ■

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি; শতবার্ষিকীর অঙ্গীকার

‘উৎসবেন বিনা য়সমাৎ স্থাপনাম্ নিলম্ ভবেৎ’

অর্থাৎ, কোনও প্রচেষ্টা, কোনও সঙ্কল্প উৎসব ছাড়া সফল হয় না। একটি সঙ্কল্প যখন উৎসবের চেহারা নিয়ে নেয় তখন এতে লক্ষ কোটি মানুষের সঙ্কল্প জুড়ে যায়। এই ভাবনার সঙ্গে ১৩৭ কোটি দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ৭৫ সপ্তাহ আগে ১২ মার্চ ডান্ডি যাত্রার ৯১তম জয়ন্তী থেকে শুরু হয়েছে। এই আয়োজন আমাদের ৭৫ বছরের সাফল্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এমন একটা সুযোগ তৈরি করবে যা আগামী ২৫ বছরের জন্য আমাদের সঙ্কল্পের রূপরেখাও প্রদান করবে ...

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব অর্থাৎ, স্বাধীনতার প্রাণশক্তির অমৃত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থেকে নেওয়া প্রেরণার অমৃত। নতুন ভাবধারা, নতুন সঙ্কল্পের অমৃত, আত্মনির্ভরতার অমৃত। এই ভাবনা নিয়ে আমাদের গৌরবময় ইতিহাস এবং উন্নয়ন যাত্রাকে যুক্ত করে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে (অমৃত মহোৎসব) এই দেশ প্রবেশ করতে যাচ্ছে । ২০৪৭ সালে অর্থাৎ, স্বাধীনতার শতাব্দী বর্ষের জন্য আত্মনির্ভরতার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। এর শুভ সূচনা গত ১২ মার্চ ডান্ডি যাত্রার ঐতিহাসিক তারিখেই হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবরমতী আশ্রম থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই পদযাত্রার শুভ সূচনা করেছেন। তারপর সারা দেশে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের শুভ সূচনা হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন যে ৭৫ বছরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ভাবনা, ৭৫ বছরের

অমৃত মহোৎসবের পাঁচটি স্তম্ভ

> এই আয়োজন আমাদের ৭৫ বছরের সাফল্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। আর আগামী ২৫ বছরের জন্য আমাদের একটি রূপরেখা ও একটি সঙ্কল্পও দেবে কারণ ২০৪৭-এ যখন দেশ স্বাধীনতার শতাব্দী পালন করবে তখন আমরা কোথায় পৌঁছব, বিশ্বে আমাদের স্থান কী হবে, ভারতকে আমরা কতদূর নিয়ে যাব, স্বাধীনতার পর বিগত ৭৫ বছর এবং স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের প্রেরণা জোগাবে, একটি মঞ্চ তৈরি করবে আর সেই মঞ্চের ভিত্তিতে এই ৭৫ বছরের উৎসব ভারতের স্বাধীনতার শতাব্দীর জন্য এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে আমাদের জন্য দিশা প্রদর্শনকারী হবে, প্রেরণাদায়ী হবে আর একটি সাফল্যের আনন্দ প্রদান করবে।”
>
> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী**

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

অমৃত মহোৎসবের আওতায় বিভিন্ন গতিবিধি

- **অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে নিশ্চিত কর্মসূচিগুলির উদ্বোধন হবে। এতে ফিল্ম, ওয়েবসাইট, সঙ্গীত, আত্মনির্ভর চরখা ও আত্মনির্ভর ইনকিউবেটর সামিল রয়েছে।**
- **এই কর্মসূচিগুলির পাশাপাশি দেশের অদম্য ভাবনার উৎসবের ব্যঞ্জনা তুলে ধরা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও আয়োজন করা হবে। এতে সঙ্গীত, নৃত্য, প্রবচন, প্রস্তাবনা পাঠ (প্রত্যেক পংক্তিতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন ভাষায়) সামিল রয়েছে। যুবশক্তিকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূপে তুলে ধরে গায়কবৃন্দের মধ্যে ৭৫ জন কণ্ঠশিল্পীর পাশাপাশি ৭৫ জন নৃত্য শিল্পী থাকবেন।**

সাফল্য, ৭৫ বছরের সক্রিয়তা এবং সঙ্কল্প দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। বিগত ছয় বছর ধরে দেশের অখ্যাত নায়কদের ইতিহাসকে সংরক্ষিত করতে সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী যুব সম্প্রদায়কে প্রেরণার উৎস হিসেবে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী কলা, সাহিত্য, নাট্য জগৎ, ফিল্ম জগৎ এবং ডিজিটাল বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে আবেদন রাখেন যাতে তাঁরা ছড়িয়ে থাকা দেশের অতীতের অদ্বিতীয় কাহিনীগুলি খুঁজে এনে সেগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন।

২৫১ সদস্যের সমিতি এই রূপরেখা তৈরি করছে

কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি এই উপলক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অমৃত মহোৎসব অর্থাৎ, এমন একটি উৎসব উদযাপনের উদযাপনের রূপরেখা তৈরি করেছে। এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে এই উদযাপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবনা, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং ভারত নির্মাণের প্রতিজ্ঞা পরিস্ফুট হয়। সেজন্য দস্তুরমতো প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৫৯ সদস্যের জাতীয় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নাগরিকদের সামিল করা হয়েছে। তাছাড়া, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিবদের নিয়ে একটি ন্যাশনাল ইমপ্লিমেনটেশন কমিটি আগে থেকেই কাজ করছে।

কিভাবে উৎসব পালন করা হবে

স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পালনের প্রস্তুতির জন্য গঠিত

সারা দেশে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব প্রদর্শনী

- অমৃত মহোৎসবের মাধ্যমে ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন দিল্লি ছাড়াও আরও ছয়টি স্থানে ফটো প্রদর্শনী শুরু করেছে। দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর ১৩ই মার্চে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।
- দিল্লির পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, মহারাষ্ট্রের পুণে, ওড়িশার ভুবনেশ্বর এবং মণিপুরের মোইরাং জেলার বিষ্ণপুরে, আর বিহারের পাটনায় এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।
- এই প্রদর্শনীগুলিতে প্রদর্শিত ফটোগুলির মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাতে অংশগ্রহণকারী মানুষদের সঙ্গে যুক্ত কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।
- এই প্রদর্শনীগুলির একটি ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করা হচ্ছে আর সেগুলি সম্ভবত ১৫ আগস্টের আগেই শুরু হয়ে যাবে।

এটা বলার জন্য দেশের সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি রয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা কতটা এগিয়েছি, আর আগামী ২৫ বছরে আমরা কী কী করতে চাই নিশ্চিতরূপে এই প্রদর্শনীগুলি এই বিষয় নিয়েই বলে। বড় মূল্য দিয়ে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে, আর এই প্রদর্শনী এই আত্মবলিদানগুলির পেছনের কাহিনী বর্ণনা করে।

-প্রকাশ জাভড়েকর

জাতীয় সমিতির প্রথম বৈঠককে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই উৎসবে সনাতন ভারতের মহিমা এবং আধুনিক ভারতের উজ্জ্বলতা যেন দেখা যায়। এই আয়োজন দেশের ৭৫ বছরের সাফল্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটি সুযোগ হিসেবে পরিগণিত হবে আর আগামী ২৫ বছরের জন্য আমাদের সঙ্কল্পগুলিকে একটি রূপরেখাও প্রদান করবে।" এটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আয়োজিত কর্মসূচিগুলির একটি শৃঙ্খলা যা গণ-অংশীদারিত্বের ভাবনা নিয়ে গণ-উৎসব রূপে পালন করা হচ্ছে। এর সূত্রপাত ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে ইন্ডিয়া@৭৫ সমারোহের জন্য অন্যান্য সাংস্কৃতিক এবং ডিজিটাল উদ্যোগও চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ২০২২-এর ১৫ আগস্ট থেকে ৭৫ সপ্তাহ আগে আয়োজন করা হচ্ছে যা ২০২৩-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের জন্য india75@nic.in ওয়েবসাইটও চালু করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে আগামী ৭৫ সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য ৭৫টি কর্মসূচিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ■

ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে বিশ্বমানের করে তোলা

২০১৪-র পর প্রধান সমুদ্র বন্দরগুলির বার্ষিক ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়েছে। এক্ষেত্রে মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন, ২০৩০ রচনা করে ভারত এখন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিজেকে আরও প্রস্তুত করছে। ২-৪ মার্চ পর্যন্ত মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট, ২০২১ আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল আগামী দশকে ভারতের সমুদ্র ক্ষেত্রের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা ...

"ভারত সমুদ্র ক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রণী নীল অর্থনীতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত সক্রিয়। আমি বিশ্ববাসীকে ভারতে আসার এবং আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাই ..." মেরিটাইম ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বাক্যগুলি দেশের সমুদ্রতটগুলির উন্নয়নসাধন করে সেগুলিকে আত্মনির্ভর ভারতের অঙ্গ করে তোলার একটি দৃষ্টিকোণ, যে কারণে ভারত 'মেরিটাইম ভিশন, ২০৩০' (অর্থাৎ সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির উন্নয়নের দীর্ঘকালীন প্রকল্প) রচনা করেছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে অনেক দেশের বক্তারা অংশগ্রহণ করেছেন আর ভারতীয় সমুদ্রাঞ্চলের সম্ভাব্য বাণিজ্যিক সুযোগ এবং বিনিয়োগ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তিনদিনের এই শীর্ষ সম্মেলনে ডেনমার্কও অংশীদার দেশ হিসেবে সামিল ছিল। ভারতের রণনীতি হল ৭,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সমুদ্রতটের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরগুলিরও উন্নয়ন করা। সেজন্য 'সাগরমালা' প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৫৭৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলিতে ২০৩৫ পর্যন্ত কাজ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন, ২০৩০-কে সরকারের এই সমুদ্রতটের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরগুলির জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি এটাও বলেন যে অভ্যন্তরীণ জলপথে পণ্য পরিবহণে বিনিয়োগ কার্যকরী এবং পরিবেশের অনুকূল পদ্ধতি। আমরা ২০৩০-এর মধ্যে ২৩টি জলপথ চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করে চলেছি। ■

মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০ :

- সার্বিক বিনিয়োগ ৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা
- ২০ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- ২০,০০০ কোটি টাকা সম্ভাব্য বার্ষিক আয়ের পথ খুলে দেওয়া
- ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগে বন্দরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প
- ৮০,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ ক্লাস্টার এলাকার মেগা ক্ষমতাসম্পন্ন বন্দর উন্নয়ন
- ভিজিঞ্জম সমুদ্র বন্দর পরিচালন এবং ট্রান্স-শিপমেন্ট জোন উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় পণ্যের একটি জাহাজ থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরের (ট্রান্স-শিপমেন্ট) বর্তমান ক্ষমতা ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৭৫% করা হবে
- ২০৩০ পর্যন্ত পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির অংশীদারিত্ব বর্তমান ১০% থেকে বাড়িয়ে ৬০%-এরও বেশি করার জন্য সাসটেনেবল পোর্টের উন্নয়ন। ২০২২ পর্যন্ত দুর্ঘটনাহীন সমুদ্র বন্দর সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য
- ২০৩০ এর মধ্যে ভারতকে একটি অগ্রণী জাহাজ নির্মাতা দেশে পরিণত করা। সমুদ্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সমস্ত সুবিধাভোগীদের কম বিনিয়োগ, দীর্ঘকালীন আর্থিক সহায়তার জন্য একটি মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গড়ে তোলা
- বেসরকারি ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা আর ২০২০-র ৫১%-এর জায়গায় ৮৫%-এর অধিক পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাপনা করা। ফেরি ও রো-রো টার্মিনালগুলির উন্নয়ন এবং সঞ্চালনে বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ জোগানো

নতুন করে দেশ গড়ার কাজ শুরু

করোনা মহামারী দেশের জনগণের জীবনযাত্রা এবং করেছে। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু ভারতকে আত্মনির্ভরতার পথে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প সবার সামনে রেখেই থেমে থাকেন নি, তিনি এখন গড্ডালিকা প্রবাহ ছেড়ে সাধারণ বাজেটের মাধ্যমে দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। এটি প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা এবং তাঁকে বাস্তবায়িত করার নীতিরই প্রতিফলন যে ৭০ বছরের সংসদীয় ইতিহাসে প্রথমবার কোনও প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন। এর ফলে তাঁর ইতিবাচক ভাবনা পরিস্ফুট হয়, যাতে আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও সাকার হয়ে ওঠে।

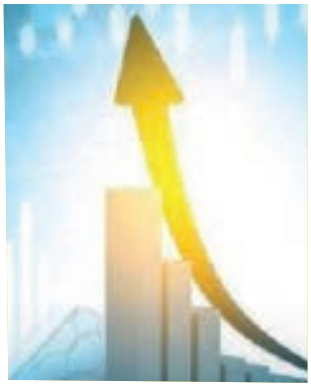

"দেশকে শিল্পোদ্যোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমর্থন জানানোও সরকারের একটি দায়িত্ব। সরকার নিজেই শিল্পোদ্যোগ কিংবা ব্যবসা চালিয়ে যাবে আর মালিক হয়ে থাকবে এটা আজকের যুগে সম্ভব নয়। সেজন্য সরকারের কাজ বাণিজ্য করা নয়, কারণ যখন সরকার বাণিজ্য করতে শুরু করে তখন অনেকভাবে লোকসানও হয়। সরকারের দৃষ্টি জনকল্যাণ এবং উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত পরিকল্পনাগুলিতেই নিবদ্ধ থাকা উচিৎ। "

সম্প্রতি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একটি বৈঠকে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং সে বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সকলের সামনে রেখেছেন। তাঁর এই শব্দগুলি একথা প্রকাশে সফল যে এখন সরকারের কর্মপদ্ধতিতে বেসরকারি ক্ষেত্রও ভরসার সঙ্গে কাজ করবে যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তির কাছে পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা ও প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ে সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছে যায়। একটা সময় ছিল যখন দেশে বাজেট রচনা ও তা পেশ করার পর অনেকেই ভুলে যেতেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার সাধারণ বাজেট পেশ করার কাজটিকে নিছকই বেতন দেওয়া এবং হাতেগোনা কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের উপকারসাধনের আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে উঠে করা হয়েছে। করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে দেশের প্রয়োজন এবং সীমাহীন সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে এক নতুন ব্যবস্তার সূচনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে সরে পেশ করা এ বছরের সাধারণ বাজেট ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ (২০৪৭) পর্যন্ত সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি দস্তাবেজ হয়ে উঠে আসছে। এই ভাবনা সরকারের নয়, দেশের প্রত্যেক সাধারণ নাগরিকের অংশীদারিত্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সরাসরি শীর্ষ নেতৃত্ব অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী স্তর থেকেও প্রথমবার এই সমস্ত সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বার্তালাপের একটি নতুন সূত্রপাত হতে চলেছে যারা শিল্প জগতের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দেশের অর্থনীতিকে নতুন ডানা মেলতে সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত নয়টিরও বেশি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, প্রতিনিধি, পরামর্শদাতা, আর্থিক সংস্থানগুলির সঙ্গে ওয়েবিনারের মাধ্যমে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, বাজেট বাস্তবায়নের সময় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের নিজস্ব কোম্পানিগুলিকে কিভাবে অংশীদার করে তোলা যায়, আর তা সঙ্গে নিয়েই কিভাবে রোডম্যাপ বা পরিকল্পনা রচনা করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যদি করোনাকালে ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে

বাজেট বাস্তবায়নে শিল্প জগৎ এবং সরকারের মধ্যে আস্থার নতুন সূচনা

০.৪%

হল ভারতের ডিডিপি উন্নয়নের হার করোনাকালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে

অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী

১১%

জিডিপি হারের উন্নয়ন অনুমান

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : "ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে করোনাকালেই আমরা পাঁচটি মিনি বাজেট এনেছি, এবারের বাজেটটিও অন্তিম বাজেট নয়।"

পরিবর্তন দেখেন, সেক্ষেত্রে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশিষ্ট হাসপাতালগুলির নির্মাণ বা ভেন্টিলেটর, এন-৯৫ মাস্ক, পিপিই কিট এবং অবশেষে টিকা উৎপাদন পর্যন্ত ভারতের নেতৃত্বের উদ্যোগে সরকার পথপ্রদর্শক এবং সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। ফলস্বরূপ, বেসরকারি ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা আশ্বস্ত হয়েছেন আর এ ধরনের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শূন্য থেকে শিখরে পৌঁছে বিশ্বে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নতুন বিশ্বাস, এই নতুন ভাবমূর্তিকে অর্থনৈতিকভাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করছে

স্বাধীনতার পর অর্থনীতি তো নিয়মিত এগিয়ে গেছে কিন্তু এর মৌলিক ভিত্তিগুলির যথাযথ উন্নয়ন ও সমন্বয় হয়নি। এখন এগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং সংযোগসাধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস'-এই মন্ত্রের সঠিক বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। বেসরকারি ক্ষেত্র, সম্পদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি সংশয় রাখার ভাবনাকে দূর করা হয়েছে যা কোম্পানি আইন, শ্রম আইনের উদারীকরণ, ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস ইত্যাদিতে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার বিশ্বাসের মাটি থেকেই উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রথমবার সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের স্তরে কেউ সাধারণ বাজেট পেশ করার আনুষ্ঠানিকতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থেকে, তাকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। এই সংকল্প থেকে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগীদের ভাবনাতেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী সাধারণ বাজেটগুলিতে কর্পোরেট ট্যাক্স, কাস্টমস ডিউটি, কর কাঠামোয় পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়েই করদাতা থেকে শুরু করে শিল্প জগতের সকলের দৃষ্টি থাকত। কিন্তু এখন সরকার এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিয়েছে। অর্থাৎ, শিল্প জগৎ কাজ করবে, আর উৎকর্ষযুক্ত পণ্যের সঙ্গে বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলে সরকার তাঁদের উৎসাহ দেবে। সেজন্য পিএলআই অর্থাৎ, প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ বা উৎপাদন-ভিত্তিক ভাতার বিপ্লবী সূত্রপাত হয়েছে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এক ডজনেরও বেশি ক্ষেত্রে এই উৎসাহভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। শিল্প জগতের ভাবনায় পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠেছে এই উৎসাহ ভাতা। সেজন্য করোনাকালেও ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। দেশীয় শিল্পপতিদের মধ্যে বিশেষ করে, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য বিভিন্ন সুযোগ চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের উৎসাহ দিয়ে সাফল্যের নতুন পথ দেখিয়েছে। শিল্প জগতের ভাবনায় আসা পরিবর্তন টের পাওয়া যাচ্ছে। করোনাকালে উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল এবং সাহায্যের অপেক্ষায় বসেছিল, কিন্তু বিপর্যয়কালে সরকারের গৃহীত নীতিতে এই চিত্রটাই বদলে যায় আর আজ গাড়ি উৎপাদন থেকে বিক্রি পর্যন্ত দ্রুত উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। সিয়াম-এর পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে যাত্রীবাহনগুলির বিক্রি এক বছর আগের তুলনায় প্রায় ১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের প্রতিবেদন অনুসারে পিএলআই প্রকল্প আগামী পাঁচ বছরে ৩৫-৪০ ট্রিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব (ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ) উপার্জন করতে পারে। অন্যদিকে, 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর আহ্বান সাধারণ নাগরিকদের জীবনের প্রতি ভাবনা

পিএলআই : বড় উল্লম্ফনের প্রস্তুতি

সাধারণ বাজেট এবং নীতি প্রণয়ন যেন শুধুই সরকারি প্রক্রিয়া হয়ে থেকে না যায়, দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের অবদান যেন এতে থাকে তা সুনিশ্চিত করতে সরকারী দখলদারি কমিয়ে সেলফ রেগুলেশন, সেলফ অ্যাটেস্টিং এবং সেলফ সার্টিফিকেশন-এর মাধ্যমে নাগরিকদের ওপর ভরসা রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন-নির্ভর উৎসাহ ভাতা (পিএলআই) চালু করা হয়েছে।

১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান বাজেটে রাখা হয়েছে পাঁচ বছর পর্যন্ত ১৩টি ক্ষেত্রের পিএলআই-এর জন্য

- **আগে শিল্পক্ষেত্রে উৎসাহভাতা নিছকই ইনপুট-ভিত্তিক সাহায্য ছিল। কিন্তু এখন একটি নিশ্চিত লক্ষ্য এবং প্রতিযোগিতার পাশাপাশি, ১৩টি ক্ষেত্রকে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা সরকারের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে**
- **খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, অটো এবং ফার্মা ক্ষেত্রে উৎসাহভাতার ফলে অটোর যন্ত্রাংশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদেশের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে**
- **জ্বালানি ক্ষেত্রকে আধুনিক করে তোলা থেকে শুরু করে দেশের শ্রম, দক্ষতা এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি বড় উল্লম্ফনের সুযোগ তৈরি করবে। অর্থাৎ, উৎপাদনের গড় ৫% উৎসাহভাতা রূপে প্রদান করা হয়েছে। ফলে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৫২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের উৎপাদনের অনুমান করা হচ্ছে**
- **যে ১৩টি ক্ষেত্রে পিএলআই দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে কর্মী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি তো হবেই, উৎপাদন ও রপ্তানিও বাড়বে**
- **শুধু তথ্যপ্রযুক্তি হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রেই আগামী ৪ বছরে ৩.২৫ ট্রিলিয়ন টাকা মূল্যের উৎপাদন অনুমান করা হচ্ছে। দেশীয় স্তরেও ২০-২৫% অবদান বাড়বে। টেলিকম সরঞ্জাম উৎপাদনে পাঁচ বছরে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা**
- **ঔষধি ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ কোটি টাকা আনুমানিক বৃদ্ধি পাবে**

বদলে দিয়েছে। আজ দেশে স্থানীয় পণ্য নিয়ে শুধু আশা নয়, ভরসার দৃষ্টিতেও এগুলিকে দেখা এবং আপন করে নেওয়ার আকুলতা দেখা যাচ্ছে। দেশের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তনের পেছনে 'অধিকতম শাসন ন্যূনতম সরকার'-এর ভাবনা রয়েছে।

সরকারি দখলদারি হ্রাস, যাতে সকলেই হয় অংশীদার

দেশ গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবারের বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে, এতে সকলের অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কোনও সাধারণ বাজেটের আগে যদি সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, তাহলে এর উদ্দেশ্য হয় সকলের পরামর্শ নেওয়া যাতে বাজেট সকলের জীবনকে সহজ করে তোলে। এখন পর্যন্ত দেশে বাজেট-পূর্ব পরামর্শেরই পরম্পরা ছিল। কিন্তু প্রথমবার সরকার বাজেটের পরও সংশ্লিষ্ট সকলকে এক মঞ্চে এনে পর্যালোচনা শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য হল বাজেটের অর্থ সংস্থানকে নানা সমস্যা সমাধানের কাজে লাগানো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় সরকারের ভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং নমনীয়তার ঝলক । তিনি মনে করেন, সরকার যখন ব্যবসা করতে শুরু করে তখন উৎসের পরিধি সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। এর ফলে, সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে অনেক ধরনের বন্ধন থাকে আর বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহসের অভাবও থাকে। এতে আদালত এবং মামলার ভয়ও থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও ভাবতে থাকেন যে নিজের চাকরি বাঁচাবো, নাকি যেমন চলছে চলতে দেব।

প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে এটাও বলেন যে সরকারের কাছে উৎকৃষ্ট আধিকারিকের অভাব নেই কিন্তু তাঁদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সঞ্চালনা, নীতি নির্ধারণ, জনকল্যাণে জোর দেওয়া এবং তার জন্য নীতি রচনা করতে হয়। এ কাজে তাঁদের দক্ষতাও থাকে কারণ জীবনের দীর্ঘ সময় জনগণের মধ্যে কাজ করে তবেই তাঁরা এই জায়গায় পৌঁছান। এক্ষেত্রে যখন সরকার কোনও ব্যবসা করতে শুরু করে তখন এ

শক্তি ক্ষেত্র : 'আর'-এর চারটি স্তম্ভ

দেশের গতি-প্রগতিতে শক্তিক্ষেত্রের বড় ভূমিকা থাকে। কারণ, এটির প্রভাব জীবনযাপন এবং ব্যবসাকে সহজ করার (ইজ অফ লিভিং অ্যান্ড ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস) সঙ্গে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিক্ষেত্রে 'গন্তব্য বা বিস্তার (রিচ), সুদৃঢ়করণ (রিইনফোর্স), সংস্কার (রিফর্ম) এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি (রিনিউয়েবল এনার্জি)'কে মূলমন্ত্র করে তুলেছে।

২,৫০০

কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে এই অর্থবর্ষে সৌর এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য

- **এই মন্ত্রের মাধ্যমে সরকার সেই গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে যেগুলিতে একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। তাছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে।**
- **এজন্য সংস্কারের গতি বাড়ানো হয়েছে এবং 'উদয়' যোজনার মাধ্যমে ২ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকার বন্ড জারি করা হয়েছে। প্রথমবার কোনও সরকার শক্তিকে শিল্পের অংশ হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ ক্ষেত্র রূপেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।**
- **এখন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের বিষয়টি বিশ্বের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতও বিগত ৬ বছরে নিজের ক্ষমতা ২.৫ গুণ বাড়িয়েছে**
- **সৌরশক্তির ক্ষেত্রে ভারত ১৫ গুণ উৎপাদন বাড়িয়েছে আর এখন আন্তর্জাতিক সৌর সঙ্ঘের নেতৃত্ব দিচ্ছে।**
- **একটা সময় ছিল যখন দেশে ব্যবহৃত ৯৫% সৌর প্যানেল বাইরে থেকে আমদানি করা হত। সেজন্য পিএলআই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টিগ্রেটেড সোলার প্যানেল ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্য প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।**
- **পিএম কুসুম যোজনার সাহায্যে ৩০ গিগাওয়াট সৌরশক্তির ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে। আগামী ১.৫ বছরে ৪০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি শুধু রুফটপ সোলার প্রোজেক্ট থেকেই উৎপাদনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।**

পিএম কুসুম-এর মতো প্রকল্পের সাহায্যে অন্নদাতাদেরও শক্তিদাতা করে তোলার লক্ষ্য

ধরনের দক্ষ আধিকারিকদের অন্যদিকে নিয়ে যেতে হয়, যা আধিকারিকদের যোগ্যতা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও অন্যায় করা হয়। এই ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চায় এবং তাঁদের জীবনে সরকারের অহেতুক দখলদারি কম করতে চায়। অর্থাৎ, সরকার এখন এই নীতি নিয়ে কাজ করছে যাতে সাধারণ মানুষের জীবনে সরকারের অভাব কিংবা প্রভাব কোনটাই অনুভূত না হয়। এই ভাবনা নিয়ে সরকার সাধারণ বাজেটকে দেশ গঠনের অস্ত্র করে তুলেছে, যার সূত্রপাত ২০১৬ সালে মন্ত্রিসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হয়েছিল, যখন বাজেট পেশ করার তারিখ ফেব্রুয়ারির শেষদিনের বদলে প্রথমদিনে করে দেওয়া হয়েছিল।

বাজেট সংস্কার দেশের দিশা পাল্টে দিয়েছে

'আমি দেশের অর্থব্যবস্থাকে আরও একমাস এগিয়ে আনতে চাই'

সরকার বাজেট পেশ করার ক্ষেত্রে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ২০১৭-১৮ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করে আসা হচ্ছে। সংসদে আগাম বাজেট অনুমোদনের জন্যই এই ব্যবস্থা। অতীতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ কাজের দিনে সংসদে বাজেট পেশ করা হত। এর ফলে, বাজেট পেশ সংক্রান্ত

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র :
ভারতের প্রতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থা

করোনার পর সমগ্র বিশ্ব ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমনকি সারা বিশ্বে প্রকাশ্যে ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দৃঢ় সংকল্প ও সহজাত শক্তির প্রশংসা করছে। এই প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রতি আস্থা ও সম্মান কয়েক গুণ বেড়েছে। তাই এই প্রথমবার সরকার সাধারণ বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ১৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।

স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ ক্ষেত্রে এবারের বাজেটে

২,২৩,৮৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ

- **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই বিপুল বিনিয়োগ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই মানসিকতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবার এক চতুর্মুখী উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ**
- **প্রথমতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মত কার্যকর কর্মসূচি; দ্বিতীয়তঃ একেবারে প্রাথমিক স্তরেই রোগ প্রতিরোধ সহ দরিদ্রদের সুলভে গুণগতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান; তৃতীয়তঃ পরিকাঠামো সহ চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দক্ষ পেশাদারদের সংখ্যা বাড়ানো এবং চতুর্থতঃ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির প্রতি মিশন মোড ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ**
- **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই চতুর্মুখী পরিকল্পনাকে সফল করতে সরকার চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে ওষুধপত্র, ভেন্টিলেটর থেকে টিকা এবং চিকিৎসা গবেষণা থেকে অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে নজরদারির মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে**
- **নমুনা পরীক্ষা থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পর্যন্ত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনার সূচনা হয়েছে**
- **পঞ্চদশ অর্থকমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি ৭০,০০০ কোটি টাকার বেশী সাহায্য পাবে**
- **পিএলআই কর্মসূচির আওতায় দেশে ৪১টি ওষুধের ক্ষেত্রে এপিআই সুবিধা**

বিধিবদ্ধ সমস্ত প্রক্রিয়া মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলত। এমনকি এই সময় বাজেট বরাদ্দের অংশ খরচ করা যেত না। কেবল তাই নয়, সরকারকে সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষের প্রথম দুই মাসের মধ্যেই সংসদে ভোট অন অ্যাকাউন্ট অনুমোদন করতে হত। বাজেট পেশের ক্ষেত্রে সরকারের এই অভিনব সিদ্ধান্তের ফলে অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৪ শতাংশ। অবশ্য বাজেট পেশ করার ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২৮ শতাংশ। বাজেট সংস্কারে এই উদ্যোগ সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষের শুরু থেকেই ব্যয় করা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বাজেট সংস্কারের ফলে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

বাজেট সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাঁর মতে, ঠিক এরকম হলে এটা

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জনজীবনে সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই এবং তার বিরূপ প্রভাবও নেই, এই লক্ষ্যে কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে

নিশ্চই ভাল হত... আমরা ঠিক এভাবে করতে পারলে এটা আরও ভাল হত... কিন্তু এখন আমাদের কাছে সেই সময় আর নেই। তাই আমাদের কাছে যেটুকু সময় বাকি রয়েছে তার মধ্যেই দ্রুত গতিতে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে হবে।

এখন আমাদের বাজেট পেশের সময় এক মাস এগিয়ে আনতে হবে। বাজেট পেশের সময় এক মাস এগিয়ে আনার উদ্দেশ্য হল - দেশের অর্থব্যবস্থাকে

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র : আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে

বেশকিছু সময় ধরে এই খবর আপনি পড়ে আসছেন বা শুনে আসছেন যে, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহকারী দেশ। এই প্রথম ভারত গত বছর বিশ্বের অগ্রণী ২৫টি রপ্তানিকারী দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। আসলে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে স্বাধীনতার পর যতটা সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। এখন ভারত দ্রুততার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ

প্রতিরক্ষা খাতে ৪.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ, ২০১৪-তে বরাদ্দ ছিল ২.২৯ লক্ষ কোটি টাকা

- ভারত এমন ১০০টি প্রতিরক্ষা সামগ্রীর তালিকা তৈরি করেছে যেগুলি স্থানীয় শিল্প সংস্থার সহায়তায় উৎপাদন করা হবে। তেজসের মত অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সাফল্যের সঙ্গে উড়ছে
- সম্প্রতি, তেজস যুদ্ধ বিমানের জন্য ৪৮,০০০ কোটি টাকার বরাত পাওয়া গেছে। আমরা এখন বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে ব্যুলেটপ্রুফ জ্যাকেট সরবরাহ করছি
- বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ ছাড়া ভারত কোনভাবেই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবেন না। তাই, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে দুটি প্রতিরক্ষা করিডোর গড়ে তোলার পাশাপাশি ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, লাইসেন্স প্রদানে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় লাগামটানা এবং রপ্তানি প্রসারের মত একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- এই প্রথম মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৯ শতাংশ করা হয়েছে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদ তৈরি করে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর কার্যক্ষমতা যাচাই, মহড়া ও সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য এসেছে
- প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমএসএমই-গুলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা সামগ্রীর গবেষণা ও নকশা প্রনয়ণের ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে

পিএম২০১৬-২০-র মধ্যে প্রতিরক্ষা সারঞ্জাম আমদানি ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে

আরও এক মাস এগিয়ে নিয়ে আসা। প্রধানমন্ত্রী একাধিক আলোচনায় বাজেট পেশ করার সময় এগিয়ে আনার পক্ষে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আগে সংসদে বাজেট পেশ হওয়ার পর তা কার্যকর করতে মে মাস ছাড়িয়ে যেত। সময়ের নিয়মে মে মাসের পর বর্ষার মরশুম শুরু হত। এর ফলে, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজকর্ম প্রায় বন্ধই থাকত। অন্যদিকে, পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাজেট পেশ করার সময় এক মাস এগিয়ে নিয়ে আসার ফলে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সমস্ত কর্মসূচি শুরু হবে পয়লা এপ্রিল থেকে, যেদিন থেকে নতুন বাজেটও কার্যকর হবে। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসকে বাজেট কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা হবে। সরকারের প্রস্তুতির ফলস্বরূপ বিপর্যয়ের সময় পার করে ঐতিহাসিক বাজেট সংসদে পেশ করা হয়েছে এবং এই বাজেটে এক নতুন ভারতের ভিত্তি গঠনে এবং দেশকে আর্থিক দিক থেকে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত করার ভবিষ্যৎ রূপরেখা রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্র : উদ্ভাবন, গবেষণা ও দক্ষতা

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আঙ্গিক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পর শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিষয়টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিকে যুক্ত করতেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

এবছরের বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ৯৩,২২৩.৬৫ কোটি টাকার সংস্থান

- বিদ্যালয়গুলিতে অটল ইনক্যুবেশন সেন্টার এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব। গবেষণার প্রসারে ৫০,০০০ কোটি টাকা সহায়তায় ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের সূচনা হচ্ছে
- যুবসমাজ ও শিল্পসংস্থা উভয়ের জন্যই স্টার্টআপগুলি নতুন ধরনের হ্যাকাথনের ক্ষেত্রে অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে
- সীমিত জ্ঞান এবং দক্ষতা দেশের সহজাত শক্তির জন্য অনুপযুক্ত। এই লক্ষ্যেই মহাকাশ, আনবিক শক্তি, ডিআরডিও, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রের দরজা মেধাবি যুবসম্প্রদায়ের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে
- মহাকাশবিজ্ঞান এবং ভূ-আঞ্চলিক তথ্যের ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে ভারতীয় স্টার্টআপগুলির কাছে উদ্ভাবনের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। এখন স্টার্টআপ সংস্থা এবং গবেষকদের জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী কাজকর্ম পরিচালনায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে
- ভারতে হাইড্রোজেন চালিত গাড়ির পরীক্ষা হয়েছে। এখন হাইড্রোজেনকে পরিবহণ ক্ষেত্রেও অন্যান্য জ্বালানির মত ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার বিকাশে আরও গুরুত্ব দিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলা হচ্ছে

সাধারণ বাজেটে দেশের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন

এবারের বাজেট সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, বাজেটে দেশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন দেশের যুব সম্প্রদায়ের সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা সমস্ত দেশবাসীর মানসিকতায় ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মানসিকতার ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। একটি দেশ হিসেবে ভারতের কাছে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং সরকার এই সুযোগ কখনই হারাতে চায় না। তাই এই প্রথম সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সমস্ত ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, শিল্পোদ্যোগী ও অন্যান্যদের নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছেন। এর উদ্দেশ্যই

এর আগে ভারতের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার কোন সুযোগ ছিল না, করোনা মহামারীর পর এই সুযোগ এসেছে

হল শিল্পসংস্থা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা দূর করে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা। সমস্ত ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যই হল সাধারণ বাজেটের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝানো এবং লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাছে সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দিতে সমন্বয় বজায় রেখে একজোট হয়ে কাজ

ঠিক এরকম হলে এটা অবশ্যই ভাল হত... আমরা ঠিক এভাবে করতে পারলে এটা আরও ভাল হত... কিন্তু এখন আমাদের কাছে সেই সময় আর নেই। তাই আমাদের কাছে যেটুকু সময় বাকি রয়েছে তার মধ্যেই দ্রুত গতিতে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে হবে।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

করা। পয়লা ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার ১৪ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ, আর্থিক সম্পদ পরিচালনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, নগদীকরণ, আর্থিক পরিষেবা, কৃষি ও কৃষক, শিক্ষা ক্ষেত্র তথা শিল্পসংস্থাগুলির জন্য উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহ ভাতার মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করতে একাধিক ওয়েবিনারে যোগ দেন। এটা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সরকার কিভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রকে তার সহজাত সক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ ও সহায়তা করে দিচ্ছে।

কৌশলগত বিলগ্নিকরণ : সম্পদ পরিচালনা

বাজেট ঘোষিত সংস্কারগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার 'নগদীকরণ থেকে আধুনিকীকরণ'-এই মন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে, ভারতবাসীর ক্ষমতায়ণ ঘটবে। এমন অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সময়ের চাহিদা মেনে স্বাধীনতার পর স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ এই সংস্থাগুলির অধিকাংশই লোকসানে চলছে এবং আরও কিছু সংস্থার পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন। এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ছে। তাই এবারের বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সরকারের উদ্দেশ্য ব্যবসা করা নয়, বরং ব্যবসায় সাহায্য করা। সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণেই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই এবারের বাজেটে ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন-এই আদর্শকে অনুসরণ করে ১০০টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার সম্পদ নগদীকরণের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। অবশ্য প্রস্তাবিত ন্যাশন্যাল প্রপার্টি মনিটাইজেশন পাইপলাইনের আওতায় চারটি

কৃষি ক্ষেত্র : সার্বিক প্রয়াস সময়ের দাবি

বাজেটে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ১.২৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ

ভারত কৃষি ভিত্তিক দেশ। তাই কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যাপক সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা ৬৫-৭০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ভোজ্য তেল আমদানি করে থাকি। সরকার এই বৈষম্য দূরিকরণের চেষ্টা করছে। এসম্পর্কে ডালশস্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দেশে আরও বেশি পরিমাণে ডালশস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা বিদেশ থেকে ডাল সংগ্রহ করে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি নীতিগত পরিবর্তনের ফলে ডালশস্য আমদানি লক্ষ্যণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে আরও ভাল অংশিদারিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

গ্রামগুলিতে পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে গ্রামীণ পরিকাঠামো তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা

অপারেশন গ্রীণ কর্মসূচির আওতায় ফলমূল ও শাকসব্জি পরিবহণে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে

দুধ, মধু ও মাছের উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম ছোট কৃষক, পশুপালক এবং মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কিষাণ কেডিট কার্ডের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে

- গ্রামীণ অর্থনীতিতে ১২ কোটি ছোট কৃষকের অবদান কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এই কৃষকরা দিন-রাত্রী কাজ করে থাকেন। কিন্তু তারা কায়িক শ্রমের ন্যায্য মূল্য পান না। তাই কৃষি ক্ষেত্র সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে
- কৃষকদের উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসব্জি, বাজারজাত হওয়ার আগে নষ্ট হয়ে যেত। কৃষিজ ফসলের অপচয় দূর করতে অপারেশন গ্রীণ কর্মসূচির আওতায় ৩০০টি কিষাণ রেল চালু করা হয়েছে এবং পরিবহণ খাতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে
- সরকার কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৬.৫০ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে ই-ন্যাম ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের আরও ১০০০টি কৃষি বাজারকে যুক্ত করার, যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান
- কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও) এবং এপিএমসি বাজারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকার এখন খাদ্যপ্রক্রিকরণের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যাতে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ বাজারে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ভারতের কৃষিজ সামগ্রীর বিপনন আরও বাড়ানো যায়

কৌশলগত ক্ষেত্রকে নগদীকরণের বাইরে রাখা হয়েছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিতে এমন অনেক সম্পদ রয়েছে যেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না অথবা অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এধরনের সম্পদ নগদীকরণের মাধ্যমে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের উদ্দেশ্যই হল – আমানতকারী ও লগ্নিকারীদের আস্থা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। আর্থিক ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এবারের বাজেটে সাধারণ পরিবারগুলির জন্য আয়ের নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপচয় কমিয়ে দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার আর্থিক সহায়তার পরিবর্তে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত করছে, যাতে ভারত এক স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলতে পারে এবং বিশ্ববাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতায় আস্থার সঙ্গে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

সরকার সধারণ মানুষের সম্ভাবনার ওপর আরও আস্থা রেখে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা কমানোর এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেছে। করোনা মহামারীর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার এবং দেশের মানুষের কাছে অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা দেখা দিয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হবে। সরকার নিজে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রকে আরও অগ্রাধিকার দিতে। দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা আরও বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত। এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি যেন ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করেন। ■

পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার লক্ষ্যে এগোনো

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সুস্থ-সবল জীবন-যাপনের মৌলিক চাহিদা। তাই পরিবেশের সুরক্ষা আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে তা পরিবেশের কাছে বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে; বিপদসঙ্কুল এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকার বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে সরকার ফেম ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি চালু করেছে...

যেটুকু প্রয়োজন কেবল সেটুকুই পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে পরম্পরাগত ভারতীয় মূল্যবোধ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে বিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময় সহাবস্থান বহু যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে।

তাই পরিবেশের সুরক্ষার প্রসঙ্গ যখন ওঠে তখন দেখা গেছে ভারত সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিতে অতিসক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সুপরিকল্পিত নীতি, আইন প্রভৃতি কার্যকর করা হচ্ছে।

ফেম ইন্ডিয় কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা কেন ছিল :

নিম্ন লিখিত ৩টি বিষয়ের প্রেক্ষিতে ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল:

প্রথমত :
দেশে বিশেষ করে বড় শহরগুলিতে বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া

দ্বিতীয়ত :
বিশ্বে ভারত চতুর্থ বৃহত্তম জীবাশ্ম জ্বালানীতে চালিত যানবাহন উৎপাদানকারী দেশ

তৃতীয়ত :
জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে ভারত তৃতীয়

৬১ এক সমীক্ষা অনুযায়ী মোট বায়ু দূষণের ৬১ শতাংশই যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার দুরুন

দেশে গত দশকে জীবাশ্ম জ্বালানীতে চালিত যানবাহনের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে

মোট আমদানিকৃত ডিজেল ও পেট্রোলের ৮৩ শতাংশ যানবাহনে ব্যবহৃত হয়

- **উপরোক্ত এই বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য যথেষ্ট বায়ু দূষণ ঠেকাতে সরকার ইউরো-৬ নির্গমন (ধোঁয়া) মানক অনুসরণ করে ২০২০-র ১ এপ্রিল থেকে বিএস-৪ মানকের পরিবর্তে বিএস-৬ মানক ব্যবস্থা কার্যকর করেছে।**

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচি

- **ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির প্রথম পর্যায় ২০১৫-১৭ পর্যন্ত রূপায়িত হয়। এই পর্যায়ে বৈদ্যুতিন যানবাহন ব্যবহার ও তার প্রসারে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। এর উদ্দেশ্যই ছিল বৈদ্যুতিন যানবাহন এবং দু-চাকার হাইব্রিড বাহনের ব্যবহার বাড়ানো**
- **ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির দুটি পর্যায় রয়েছে: প্রথম পর্যায়ের রূপায়ণ ২০১৯-এর ৩১ মার্চ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছে ২০১৯-এর ১ এপ্রিল। এই পর্যায়ের রূপায়ণ ২০২২-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ২০২২-এ দেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন করবে, তখন সড়কে বৈদ্যুতিন যানবাহনের সংখ্যা সর্বাধিক করা। এর ফলে বায়ু দূষণ হ্রাস করার পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয় হবে এবং জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে**
- **এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে ২,৮০,৯৮৭টি হাইব্রিড এবং বৈদ্যুতিন যানবাহনের ক্ষেত্রে উৎসাহ ভাতা হিসেবে ৩৫৯ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এছাড়াও ভারী শিল্পমন্ত্রক দেশের বিভিন্ন শহরে ৪২৫টি ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড বাসের পরিষেবা চালু করার জন্য ২৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সরকার এই কর্মসূচির আওতায় ৭,০০০ ই-বাস, ৫ লক্ষ ই-তিন চাকার যান, ৫৫,০০০ ই-যাত্রীবাহী গাড়ি এবং ১০ লক্ষ ই-দু-চাকার যান ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসাহ ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে**
- **এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল বায়ুদূষণ এবং গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো। কর্মসূচির আওতায় ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানবাহনগুলির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক দু-চাকার যান, বড় মাপের গাড়ি, তিন চাকার যান সহ হাল্কা ও ভারী ওজন বিশিষ্ট বাণিজ্যিক যানবাহনের পরিষেবায় দেশজুড়ে পরিকাঠামো গড়ে তোলা**
- **ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির ফলে আমরা এখন দৈনিক ৫২,৭৯৪ লিটার জ্বালানি সাশ্রয় করতে পারছি**

হাইব্রিড দু-চাকার যান ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে **১০,০০০** টাকা ভর্তুকি

বৈদ্যুতিন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে **৫,৫০০** টাকা ভর্তুকি

কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের সূচনার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত **৫ কোটি** লিটার জ্বালানি সাশ্রয় হয়েছে

সাধারণ মানুষের জন্য দূষণ মুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনা হয়। কেবল সাধারণ মানুষই নয়, পরিবহণ পরিষেবাদাতাদের কাছ থেকেও কর্মসূচি সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিক্রীয় পাওয়া যাচ্ছে। দূষণ রোধে প্রাথমিক পূর্ব শর্তই ছিল পরিশ্রুত পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহার কমিয়ে বিএস-৬ মানক ব্যবস্থা চালু করা। এখন দেশের প্রতিটি যানবাহনই বিএস-৬ মানক মান্যতা অনুযায়ী উৎপাদিত হচ্ছে। এর ফলে, দূষণ মাত্রা ৭৫-৮০ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে।

প্রকাশ জাভড়েকর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ মন্ত্রী

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সাফল্যের হার

৩.৩৭ লক্ষ ইলেকট্রিক যানবাহন এখনও পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে

৬,৬৯০টি
ইলেকট্রিকবাস পরিষেবায় অনুমতি

৩,৩৯৭টি
ই-চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে সারা দেশে

২,৮০,৮৩০টি
ভর্তুকির ক্ষেত্রে ৩,৫৯,৫৮,০৮,৭০০ টাকা উৎসাহ ভাতা মেটানো হয়েছে

কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত **৫৬,৪৯৯টি** ইলেকট্রিক যানবাহন বিক্রি হয়েছে

(সমস্ত পরিসংখ্যান ২০২১-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

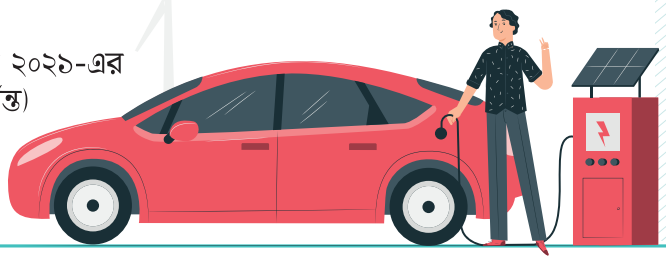

কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ

২০,০৫,৯১,৬০৫ কেজি কমেছে

কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন পরিমান দৈনিক **১,৩০,৮৩৫ কেজি** কমেছে

কর্মসূচির সূচনার সময় থেকে **৮,০৬,৪৬,২২৯ লিটার** জ্বালানি সাশ্রয় হয়েছে।

৩৭টি গাড়ি নির্মাতা সংস্থার ১০৭টি দু-চাকার ও চার চাকার যানবাহনের মডেলের ক্ষেত্রে **৭,৫০০ টাকা** থেকে **২.৫ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে

ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ আমাদের কাছে বড় বিপদ হয়ে উঠেছে। এজন্য দায়ী জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত যানবাহন। তাই এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫-র ১ এপ্রিল ফেম ইন্ডিয়া [ফাসটার অ্যাডপটেশন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং অফ (হাইব্রিড অ্যান্ড) ইলেকট্রিক ভেহিকল] কর্মসূচির সূচনা করে। ন্যাশনাল ইলেকট্রিক মবিলিটি মিশনের অঙ্গ হিসেবে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

বিএস-৬: সাফল্যের এক বছর

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবছর সারা বিশ্বে বায়ুদূষণের কারণে ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বায়ুদূষণ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০-র ১ এপ্রিল থেকে এক নতুন নির্গমন বিএস মানক ব্যবস্থা চালু করেছে। সরকার যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ও আওয়াজের ক্ষেত্রে যে মানক কার্যকর করেছে তাকে ভারত স্টেজ বা বিএস বলা হচ্ছে। ইউরোপীয় নির্গমন মানক নীতির ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক তথা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দেশে নির্গমন মানক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় স্থির করে থাকে। ভারতে যানবাহন থেকে নির্গমন মানক ব্যবস্থা ১৯৯১ সালে প্রাথমিক ভাবে পেট্রোল চালিত বাহনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

২০০৫-এ বিএস-২; ২০০৬-এ বিএস-৩ এবং ২০১০-এ

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচি সংক্রান্ত এফএকিউ

প্র ও উ

কী ভাবে আমরা এই কর্মসূচির সুবিধা নিতে পারি?

একজন ব্যক্তি যখন ইলেক্ট্রিক যানবাহন ক্রয় করবেন, তখন তিনি ওই ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ভাতার সমতুল নগদ ছাড় পাবেন।

প্র ও উ

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচিটি কি সারা দেশে রূপায়িত হচ্ছে?

হ্যাঁ। কর্মসূচির প্রথম পর্যায় পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে চালু করা হয়। এখন কর্মসূচিটি সারা দেশে রূপায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির সুবিধা কেবল দু-চাকা ও তিন চাকা যানের ক্ষেত্রেই নয়, চার চাকার যানের ক্ষেত্রেও পাওয়া যাচ্ছে।

প্র ও উ

বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা ইলেক্ট্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও কি ছাড় মিলবে?

হ্যাঁ। সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রেই ছাড়-সুবিধা রয়েছে।

প্র ও উ

কর্পোরেট ও অন্যান্য সংগঠনগুলি কি এই ভর্তুকির সুবিধা নিতে পারে?

হ্যাঁ। কর্পোরেট ও অন্যান্য সংগঠনগুলিও এই ভর্তুকির সুবিধা নিতে পারে।

প্র ও উ

একাধিক ইলেকট্রিক যানবাহন ক্রয় করার ক্ষেত্রেও কি এই সুবিধা মিলবে?

হ্যাঁ। আপনি চাইলে এক বা একাধিক যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভর্তুকির সুবিধা নিতে পারেন।

প্র ও উ

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় ভর্তুকির সুবিধা নিতে গেলে আমাদের ডিজেল/পেট্রোল চালিত যানবাহনগুলি কি বিক্রি করে দিতে হবে?

না। নীতি-নির্দেশিকায় বর্তমানে এরকম কোন শর্তাবলি নেই।

প্র ও উ

বাজারে যে সমস্ত ইলেক্ট্রিক/হাইব্রিড যানবাহন পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি কী পরিবহণের জন্য নিরাপদ?

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় যে সমস্ত যানবাহন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি সবই মানক ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্মিত এবং পরিবহণের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্র ও উ

ভর্তুকি কিভাবে মেটানো হয়েছে?

যাত্রীরা ট্যাক্সি হিসাবে যে সমস্ত ইলেক্ট্রিক যানবাহন ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলির ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়া হবে। তবে, এ ধরনের ইলেক্ট্রিক যানবাহনের শো-রুমের দাম ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে। বাসের জন্য প্রতি কিলোওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যাটারির দাম ২০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে কিলোওয়াট প্রতি ১০,০০০ টাকা কেবল সেক্ষেত্রেই ভর্তুকির সুবিধা মিলবে।

প্র ও উ

ফেম ইন্ডিয়া কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে ইলেক্ট্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রে কত টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে?

কর্মসূচির আওতায় ৫৫,০০০ ইলেক্ট্রিক যানের ক্ষেত্রে ২.৫ লক্ষ টাকা এবং ২০,০০০ হাইব্রিড যানবাহনের ক্ষেত্রে ২০,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। এছাড়াও, ১০ লক্ষ দু'চাকার যান, ৫ লক্ষ তিন চাকার যান এবং ৭,০০০ বাসের ক্ষেত্রেও ভর্তুকি সুবিধা দেওয়া হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও উৎসাহিত করতে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চালিত অথবা নতুন ধরনের প্রযুক্তি চালিত যানবাহনগুলির ক্ষেত্রেও ভর্তুকি সুবিধা দেওয়া হবে।

বিএস-৪ মানক ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। অবশ্য সবধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রে এই মানক ব্যবস্থা প্রথমবার কার্যকর হয় ২০০২-এ। দেশে গত কয়েক বছরে বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বিএস-৫ মানক ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিবর্তে ২০২০-তে দিল্লিতে বিএস-৬ নির্গমন মানক ব্যবস্থা সরাসরি কার্যকর করে।

নতুন এই বিধির আওতায় কী পরিবর্তন ঘটবে

- **সমস্ত নতুন গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে সেগুলি নতুন মানক ব্যবস্থা অনুযায়ী হয় এবং ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গমন অনেকাংশে কমাতে পারে। ইঞ্জিন থেকে নির্গমন ব্যবস্থায় সংশোধনের পাশাপাশি জ্বালানির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করা হবে**
- **বিএস-৬ মানক ব্যবস্থার আওতায় পিএম ২.৫ সংক্রান্ত বিষয় ২০ ও ৪০ এমজিসিএম ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। বিএস-৪ মানক ব্যবস্থার আওতায় পিএম ২.৫ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ১২০ এমজিসিএম ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত ছিল**
- **বিএস-৪ মানক ব্যবস্থায় জ্বালানিতে সালফারের পরিমাণ ছিল ৫০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি। বিএস-৬ মানক ব্যবস্থায় জ্বালানিতে সালফারের পরিমাণ সংশোধন করে ১০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি করা হয়েছে**
- **২০২০-র ১ এপ্রিলের পর দেশে কেবল বিএস-৬ নির্গমন মানক ব্যবস্থা মান্যতাকারী যানবাহন বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে** ■

তহবিল ঘাটতিতে অর্থ সংস্থান

ভারতে ছোট শিল্পোদ্যোগীদের সাহায্যের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে গত ৬ বছরে অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীর স্বপ্নপূরণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৮ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতী, মহিলা এবং আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এই কর্মসূচির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির ফলে এরা সকলেই অসাধু সুদখোরদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরা নিজেদের সাফল্যের কাহিনীও রচনা করেছেন ....

> মুদ্রা যোজনার উদ্দেশ্যই হ'ল তহবিল ঘাটতির ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান। এতদিন পর্যন্ত ছোট ব্যবসায়ীরা অসাধু সুদখোরদের শোষণের শিকার হতেন। মুদ্রা যোজনা এদের মনে নতুন স্থার সঞ্চার করেছে এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, সমগ্র দেশ তাঁদের প্রচেষ্টায় পাশে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরাও দেশ গঠনে বড় অবদান রাখেন"।
>
> **-প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী**

মধ্যপ্রদেশের বাঁখেদির বাসিন্দা প্রমোদ শর্মা একটি ছোট দোকান চালান। কিন্তু, এই দোকান থেকে তাঁর পরিবার চালানোর মতো উপার্জন হয় না। এই কারণেই শর্মা তাঁর ব্যবসার পরিধি আরও বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ঋণের আবেদন জানান। তাঁর ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর প্রাপ্ত ৯ লক্ষ টাকা ব্যবসা বাড়াতে কাজে লাগিয়েছেন। এখন শর্মা কেবল তাঁর পরিবারের স্বচ্ছলতাই বৃদ্ধি করেননি, বরং তিনি আরও ৪ জনকে কাজে লাগিয়েছেন। শর্মা কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেয়েছেন এবং ঋণ নেওয়ার ১০ মাসের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি লেনদেন করেছেন।

মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে শর্মার মতো বহু ছোট ব্যবসায়ী লাভবান হয়েছেন। এরকমই আরেকজন সুফলভোগী হলেন ছত্তিশগড়ের রাইপুরের রাজকুমারী ভার্মা। এক অগ্নিকান্ডে তাঁর সব্জির দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। এরপর, তিনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণ পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। মুদ্রা যোজনার আওতায় তাঁকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এই টাকাকে কাজে লাগিয়ে তিনি পুনরায় দোকান চালু করে এবং ধীরে ধীরে তাঁর জীবনযাপনে পরিবর্তন আসে। সারা দেশে এরকম অসংখ্য অজানা কাহিনী রয়েছে। এগুলি সবই সম্ভব হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যদি কোনও যুবা কোনও কাজ শুরু করতে চান, তা হলে তাঁর সামনে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় তহবিল সংস্থান হবে কিভাবে? সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে তহবিল প্রদানে নিশ্চয়তা দিচ্ছে। একটা সময় ছিল,

তিনটি শ্রেণীতে মুদ্রা ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়:

●**শিশু:** ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত, ●**কিশোর:** ৫০,০০০ টাকার বেশি তবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, ●**তরুণ:** ৫ লক্ষ টাকার বেশি তবে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

মুদ্রা যোজনার উদ্দেশ্য কি?

এই যোজনার সূচনা হয় ২০১৫'র ৮ই এপ্রিল। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের কাছে আয়ের সুযোগ করে দিতে এই কর্মসূচির গ্রহণ করা হয়। ছোট ও অতিক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিটগুলিকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, দেশে মাইক্রোফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও ঋণ উপযোগী করে তুলতে এই কর্মসূচির বড় ভূমিকা রয়েছে।

মুদ্রা যোজনায় ঋণ গ্রহণে শর্তাবলী

এই যোজনার সূচনা হয় ২০১৫'র ৮ই এপ্রিল। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের কাছে আয়ের সুযোগ করে দিতে এই কর্মসূচির গ্রহণ করা হয়। ছোট ও অতিক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিটগুলিকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

কিভাবে সুবিধা গ্রহণ করবেন

মুদ্রা যোজনার ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত যে কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়াও, একজন ব্যক্তি অনলাইনে www.udyamimitra.in এই ওয়েবসাইটে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

ছোট ব্যবসাগুলিকে আরও বেশি সহায়তা

- এই কর্মসূচির সূচনার সময় থেকে ২০২১ সালের ৮ই মার্চ পর্যন্ত ২৮.৩৬ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭০ শতাংশ মহিলাকে ঋণ সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে
- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (আরআরবি), স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, মাইক্রোফিনান্স ইন্সটিটিউশন (এমএফআই) এবং এনবিএফসি-গুলির পক্ষ থেকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়
- ব্যাঙ্কগুলি ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও সরল করেছে। কাগজপত্রের লেনদেন ন্যূনতম করা হয়েছে, যাতে নথিপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়
- মুদ্রা ঋণ সম্পূর্ণ বন্ধকীমুক্ত। সর্বাধিক ৫ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়
- মুদ্রা কর্মসূচির আওতায় ছোট মাপের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, সার্ভিস সেক্টর ইউনিট, দোকান মালিক, সব্জি বিক্রেতা, ট্রাক পরিষেবাদাতা, ফুড সার্ভিস ইউনিট, মেরামত করার দোকান, মেশিন অপারেটর, ছোট শিল্প সংস্থা, শিল্পী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট প্রভৃতি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন
- মুদ্রা কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ৩টি শ্রেণীর মধ্যে শিশু বিভাগে সর্বাধিক ৮৮ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়েছে

আর্থিকবর্ষ	মঞ্জুরিকৃত ঋণের সংখ্যা	মঞ্জুর হওয়া ঋণের পরিমাণ	প্রদেয় ঋণের পরিমাণ
২০১৫-১৬	৩.৪৯ কোটি	১,৩৭,৪৪৯.২৭	১.৩২,৯৫৪.৭৩
২০১৬-১৭	৩.৯৭ কোটি	১,৮০,৫২৮.৫৪	১,৭৫,৩১২.১৩
২০১৭-১৮	৪.৮১ কোটি	২,৫৩,৬৭৭.১০	২,৪৬,৪৩৭.৪০
২০১৮-১৯	৫.৯৯ কোটি	৩,২১,৭২২.৭৯	৩,১১,৮১১.৩৮
২০১৯-২০	৬.২৩ কোটি	৩,৩৭,৪৯৫.৫৩	৩,২৯,৭১৫.০৩
২০২০-২১	৩.৮৮ কোটি	২,৪৭,৬৬২.৮৮	২,৩৩,২৭৪.৬৭*

কোটি টাকায়
সূত্র : mudra.org.in
২০২০-২১ অর্থবর্ষের শেষ পরিসংখ্যান

মুদ্রা ঋণের জন্য আবেদন পদ্ধতি

- সুফলভোগীকে মুদ্রা ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করে তা জমা দিতে হবে
- এরপর, নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে যেতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে
- আবেদনপত্রে নামে, ঠিকানা, আধার নম্বর প্রভৃতি উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও ছবি সহ তা জমা করতে হবে
- এরপর, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যাবতীয় নথিপত্র যাচাই করে দেখবে এবং কাগজপত্র সব ঠিকঠাক থাকলে এক মাসের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঋণের টাকা জমা পড়বে

যখন কেবল তাঁরাই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারতেন, যাঁরা গ্যারান্টি দিতে পারতেন। এরফলে, সমাজের দরিদ্র/পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষকে বড় সমস্যায় পড়তে হ'ত। এই শ্রেণীর মানুষরা ব্যাঙ্ক থেকে খুব অল্প পরিমাণে ঋণ পেতেন এবং অপ্রচলিত ক্ষেত্রেই ঋণ দেওয়া হ'ত। কিন্তু এখন ছোট শিল্পোদ্যোগীদের ১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং মুদ্রা যোজনার ৫০ শতাংশেরও বেশি সুফলভোগী তপশিলি জাতি/উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ। ■

এখন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য

সুরক্ষিত তহবিল সংস্থান

উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি থেকে প্রত্যাশা মতো সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই, সাধারণ মানুষের জীবৎকালের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো গেলে মাথাপিছু জিডিপি ৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাহিদা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে লক্ষ লক্ষ কাজের, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ২০১৮'র কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে ৩ শতাংশ হারে শিক্ষা মাশুল সংগ্রহের পরিবর্তে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস বাবদ ৪ শতাংশ হারে মাশুল সংগ্রহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এখন সরকার স্বাস্থ্য সেস সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে এই তহবিল সুরক্ষিত থাকে এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য তহবিল খাতে ঘাটতি দেখা না দেয়।

সিদ্ধান্ত : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস বাবদ সংগৃহীত অর্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিধি (পিএমএসএসএন) চালু করার অনুমতি দিয়েছে।

সুবিধা :

- সুনির্দিষ্ট তহবিল যোগানের মাধ্যমে সুলভে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের পরিধি বাড়বে। এরফলে, একটি অর্থবর্ষের শেষে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ কোনোভাবেই অকেজো হবে না
- এরফলে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুরক্ষিত তহবিল সংস্থান হবে
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস ক্ষেত্রে সংগৃহীত তহবিল স্বাস্থ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হবে, যা পিএমএসএসএন কর্মসূচি রূপায়ণে খরচ করা হবে
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নিম্নলিখিত ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলির জন্য পিএমএসএসএন বাবদ সুনির্দিষ্ট অর্থ কাজে লাগানো হবে :
- আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজেএওয়াই)
- আয়ুষ্মান ভারত - স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ কেন্দ্র (এবি - এইচডব্লিউসি)
- জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন
- প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই)
- আপৎকালীন পরিস্থিতি ও বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি সহ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা
- সুস্থায়ী উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত যে কোনও কর্মসূচি/প্রকল্প এবং ২০১৭'র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির উদ্দেশ্যগুলি অর্জন ■

জনঔষধি কেন্দ্র:
মানুষের সেবা

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের (পিএমবিজেপি) মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সী মানুষের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক, মহিলা থেকে প্রবীণ নাগরিক - সব বয়সী মানুষের স্বার্থে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সুলভে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির পরিধি আরও বাড়াতে ৭৫০০তম জনঔষধি কেন্দ্রের সূচনা করেছেন

"আমি উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ ও হৃদরোগে ভুগছি। এজন্য আমাকে প্রতি মাসে বাজার থেকে ৫-৬ হাজার টাকার ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু যখন থেকে জনঔষধি কেন্দ্র চালু হয়েছে, আমি এই সমস্ত ওষুধ বাজারদরের তুলনায় মাত্র ৮০০-১০০০ টাকায় সংগ্রহ করছি। ওষুধের দামে এই সুবিধা পেয়ে কথায় কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন হিমাচল প্রদেশের সরোগ গ্রামের কৃষ্ণ ভার্মা। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এরকম একটি অর্থ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনঔষধি কেন্দ্রগুলি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ। ২০১৪'র পর সুলভে ওষুধ সরবরহের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। দরিদ্র মানুষকে সুলভে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দিতে এবং ওষুধ না পাওয়ার কারণে মানুষের মৃত্যু এড়াতে সারা দেশে জনঔষধি কেন্দ্র চালু করার কর্মসূচি শুরু হয়। তৃতীয় জেনেরিক মেডিসিন দিবস (জনঔষধি দিবস) উদযাপন উপলক্ষে ২০২১ সালের ৭ই মার্চ শিলং-এ ৭,৫০০তম জনঔষধি কেন্দ্রটি চালু হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭,৫০০টি জনঔষধি কেন্দ্র চালু করার এই মাইলফলক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ গত ৬ বছরে সারা দেশে এ ধরনের ১০০টি কেন্দ্রও ছিল না। আমরা যতদ্রুত সম্ভব এ ধরনের ১০,০০০টি কেন্দ্র চালু করার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে চাই। ■

দরিদ্র মানুষের কল্যাণে

- **প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেট্রো শহরগুলিতে ৭,৫০০টি জনঔষধি কেন্দ্র চালু রয়েছে।**
- **এই জনঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ১,৪০০-রও বেশি ওষুধ, স্যানিটারি প্যাড, ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ সহ বাজারদরের তুলনায় ৫০-৯০ শতাংশ পর্যন্ত কম দামে ২০৪টিরও বেশি অস্ত্রপচার সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে।**
- **দৈনিক ১০ লক্ষ রোগীকে সুলভে ওষুধ সরবরাহ করে গত ৬ বছরে ৯,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।**
- **হু-জিএমসি স্বীকৃত উৎপাদকদের কাছ থেকে গুণগতমানের ওষুধপত্র সংগ্রহ করে তা সুলভে বিক্রি করা হচ্ছে।**
- **গুণগতমানের এই ওষুধপত্র এনএবিএল-এর পরীক্ষাগারগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর তা জনঔষধি কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হয়।**

জনঔষধি কেন্দ্র : সকলের সেবায়

জনঔষধি বচপন অভিযানের আওতায় শিশুদের জন্য ডাইপার্স

জনঔষধি জননী অভিযানের মাধ্যমে প্রসূতি মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপূরক পুষ্টির সংস্থান

জনঔষধি স্বাভিমান অভিযানের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও ডাইপার্স

মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জনঔষধি নির্মল প্রোডাক্ট

স্টেন্ট, হাঁটু প্রতিস্থাপন ও ক্যান্সার রোগের ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষের ৫,০৬৬ কোটি টাকা সাশ্রয়

জনঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষের ৯,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয়

ভ্যাক্সিন মৈত্রী

বিশ্বকে ভারতে তৈরি টিকা

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত, সারা বিশ্বের কাছে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। টিকাকরণের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার বিষয়েও ভারত, প্রথম সারিতে। ১৬ই মার্চের হিসেব অনুসারে ৭১টি দেশকে ভারত, ৫.৮৬ কোটি টিকার ডোজ সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে ৩৬টি দেশকে ৮১.২৫ লক্ষ ডোজ উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণটি শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

"আমি সমস্ত দেশবাসীকে আবেদন করছি, আপনাদের সময় আসলে টিকা নিন, তাহলেই করোনা মহামারী এড়ানো যাবে।"

১০৪ বছর বয়সী শ্যাম সরণ নেগি, টিকা নেওয়ার পর মানুষের কাছে এই আবেদন করেছেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটদাতা, নেগি যখন হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার রেকং পেওতে টিকার জন্য যান তাকে স্বাস্থ্যকর্মীরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ১০৩ বছর বয়সী বেঙ্গালুরুর জে কামেশ্বরী ভারতের সব থেকে বয়স্কা মহিলা যিনি টিকা নিয়েছেন। টিকা নেওয়ার পর তিনি সুস্থই আছেন। তমর ব্লকের সারজামডিহি গ্রামের থেকে ৬৮ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ৮০ বছর বয়সী রাম কিশোর সাহু টিকা নিতে রাঁচিতে যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা, ১০০ বছর বয়সী হীরা বেনও টিকা নিয়েছেন।

ভারতে কোভিড – ১৯ টিকাকরণের দ্বিতীয় পর্বে এগুলি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। করোনা নির্মূল করার জন্য ভারত, বিশ্বে বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচী চালাচ্ছে। প্রথম পর্বে স্বাস্থ্যকর্মী ও সামনের সারিতে থাকা করোনা যোদ্ধারা টিকা পেয়েছেন। পয়লা মার্চ থেকে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। এই পর্বে ষাটোর্দ্ধ নাগরিকরা ছাড়াও জটিল অসুখে ভুগছেন এরকম ৪৫ থেকে ৬০ বয়সী নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

হরিদ্বার কুম্ভে কেন্দ্রীয় দল

হরিদ্বারে এপ্রিল মাসে কুম্ভ মেলার প্রস্তুতিতে কেন্দ্র, সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে। পদস্থ আধিকারিকদের পরামর্শক্রমে ডাক্তারদের একটি দল সেখানে রয়েছে। কোভিড – ১৯ সংক্রমণ প্রতিহত করতে সব রকমের নীতি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের ভ্যাক্সিন মৈত্রী কর্মসূচী বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত

- বিশ্বজুড়ে করোনার মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ বলেছেন, কোভিডের টিকা উদ্ভাবন এবং এই মহামারী প্রতিহত করতে বিভিন্ন দেশে সেই টিকা পাঠানোর বিষয়ে ভারতের ভূমিকা সকলের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক
- ভ্যাক্সিন মৈত্রী কর্মসূচীতে বিশ্বে ৭১টি দেশে ভারত, ৫.৮৬ কোটি করোনার টিকা পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ৩৬টি দেশকে ৮১.২৫ লক্ষ ডোজ উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে
- ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ক্রিকেটার ভিভিয়ান রিচার্ডস, জিমি অ্যাডামস, রাম নরেশ শ্রাবণ, অ্যান্টিগা ও বার্বাডোজকে করোনা টিকা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন
- সংসদের সেন্ট্রাল হলে ভারতীয় সাংসদদের উদ্দেশে ১৬ই মার্চ আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের প্রধান দুয়ার্তে পাচেকো ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, ভারত, তার টিকা দিয়ে সারা বিশ্বকে সাহায্য করছে

ওষুধ সহ করোনা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী

স্বাস্থ্যকর্মী	সামনের সারিতে থাকা কর্মী	৪৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী যারা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে রয়েছেন	ষাটোর্দ্ধ
প্রথম ডোজ ৭৪,০৮,৫২১	প্রথম ডোজ ৭৪,২৬,৪৭৯	প্রথম ডোজ ১৬,৯৬,৪৯৭	প্রথম ডোজ ৯৫,১৯,০২৪
দ্বিতীয় ডোজ ৪৩,৯৭,৬১৩	দ্বিতীয় ডোজ ৪৩,৯৭,৬১৩		

১৫ই মার্চ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য, সূত্রঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

কিছু রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে...

মোট সংক্রমিত চিকিৎসাধীন
২,২৩,৪৩২

১,১০,২৭,৫৪৩	১,৫৮,৮৫৬	৯৬.৬৫%
কোভিড মুক্ত	মৃত	আরোগ্যের হার

মৃত্যুর হার ১.৩৯%

মোট নমুনা পরীক্ষা : ২৪১৬টি সরকারী ও বেসরকারী পরীক্ষাগারে ২২,৮২,৮০,৭৬৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে

*১৫ই মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে

১৫ই মার্চের হিসেব অনুসারে টিকাকরণের ৫৯তম দিনে প্রায় ৩.১৭ কোটি মানুষ টিকা পেয়েছেন। বিশ্বে ভারত হল চতুর্থ দেশ, যেখানে কোভিড – ১৯ এর টিকা এতো বিপুল পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। ■

- কয়েকটি রাজ্যে আবারও করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫ই মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে দ্রুত সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্চের প্রথম ১৫ দিনে দেশে নতুন করে ২.৯৭ লক্ষ করোনা সংক্রমণ ঘটেছে। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশই এই ৫টি রাজ্যের বাসিন্দা। দিল্লি ও হরিয়ানাতেও সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- সংক্রমণ আটকাতে মহারাষ্ট্রের কোনো কোনো অঞ্চলে আংশিক লকডাউন জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ই মার্চ কোভিড - ১৯ এর পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন

মৈত্রী সেতু : নতুন বাণিজ্য করিডর

বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে বন্ধুত্বের সম্পর্কই দৃঢ় হয় না, ব্যবসা – বাণিজ্যেরও সুবিধা হয়। পূর্ব, উত্তর – পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য করিডর হিসেবে এই অঞ্চল গড়ে উঠছে

যখন একটি সেতু নির্মিত হয় তখন এটি দুটি ভূখন্ডকে যুক্ত করে। কিন্তু ফেণী নদীর উপর ভারতের ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলা এবং বাংলাদেশের মধ্যে এই সেতু হৃদয়ের বন্ধন ঘটিয়েছে। তাই যথার্থই এর নাম "মৈত্রী সেতু"। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ই মার্চ এই সেতু উদ্বোধন করেছেন। ভার্চুয়ালী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে যৌথভাবে এই সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও পর্যটন, ব্যবসা – বাণিজ্য ও বন্দর ভিত্তিক উন্নয়নে এই সেতু নানা সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের তৈরি মহাসড়ক, জেলাস্তরে সড়ক প্রকল্প, পিএম আবাস যোজনায় ৪১,০০০ বাড়ি, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় সুসংহত কম্যান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, বাণিজ্যিক কেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে।

এই সেতু জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে

- **ভারতের সাব্রুম ও বাংলাদেশের রামগড়ের মধ্যে ফেণী নদীর উপর ১.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মৈত্রী সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা**
- **এই সেতুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় ত্রিপুরা, বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে। কারণ সাব্রুমের সঙ্গে রামগড়ের দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার**
- **ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও ব্যবসা - বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে এই সেতু নতুন মাইলফলক হয়ে উঠবে**
- **সাব্রুমে সুসংহত চেকপোস্টের কাজ শুরু হয়েছে। এই চেকপোস্ট পুরো মাত্রায় লজিস্টিক হাব হিসেবে কাজ করবে**
- **ফেণী নদী দিয়ে যান চলাচল শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর থেকে আগরতলাই সব থেকেই কাছের ভারতীয় শহর।** ■

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণটি শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

গুরু তেগ বাহাদুর স্মরণে

পয়লা এপ্রিল তাঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

গুরু তেগ বাহাদুর : শৌর্য, তেগ ও করুণার মূর্ত প্রতীক

> সারা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমিও শ্রীগুরু তেগ বাহাদুরজীর দয়াশীলতায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত
>
> **-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী**

১৪ বছর বয়সে যখন আমরা অনেকেই পড়াশুনা ও খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তখন তেগ মল নামে এক কিশোর রণক্ষেত্রে মোগলদের বিরুদ্ধে অসীম সাহসী লড়াই চালিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এই সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্যই তিনি তেগ বাহাদুর নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। অকুতোভয় এই ব্যক্তি শিখদের নবম গুরু হিসাবে পূজিত হন ···

শিখদের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠপুত্র তেগ বাহাদুরের জন্ম অমৃতসরে। অষ্টম গুরু হরকিষণের প্রয়াণের পর নবম গুরু হিসাবে তেগ বাহাদুরকে অধিষ্ঠিত করা হয়। সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করতে এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

কথিত আছে, মোগল শাসক ঔরঙ্গজেবের সভায় এক বিদ্বান ছিলেন, যিনি ভগবদ গীতার শ্লোক ও তার ব্যাখ্যা সভায় পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু, তিনি নির্বাচিত কয়েকটি শ্লোক পাঠ করতেন। একবার ঐ বিদ্বান ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পুত্রকে সভায় পাঠানো হয়। কিন্তু মোগল এই শাসকের সামনে কোন শ্লোকগুলি পাঠ করতে হবে, সে ব্যাপারে ছেলেকে নির্দেশ দিতে তিনি ভুলে যান। তাঁর পুত্র অজান্তেই একের পর এক গীতার শ্লোকগুলি পাঠ করতে থাকেন। বিদ্বান ঐ ব্যক্তির পুত্রের কাছ থেকে গীতার শ্লোকগুলি শোনার পর ঔরঙ্গজেব উপলব্ধি করেন, সমস্ত ধর্মই মহান ও চিরন্তন। কিন্তু, তাঁর স্বৈরাচারী মানসিকতা এমন ছিল যে, তিনি নিজের ধর্মের তুলনায় অন্য কোনও ধর্ম আরও মহান হতে পারে, একথা সহ্য করতে পারতেন না। এই কারণেই তিনি তাঁর ঔদ্ধত্যকে অপব্যবহার করে বলপূর্বক অন্যদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতেন। তিনি সাধারণ মানুষকে দুটি বিকল্পের কথা বলতেন – হয় ধর্মান্তরিত হও, না হলে মৃত্যুবরণ করো। এরকম লোককাহিনীও শোনা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই ঘোষণার পর কিছু কাশ্মীরী পণ্ডিত সাহায্যের জন্য গুরু তেগ বাহাদুরের শরণাপন্ন হন। ঐ কাশ্মীরী পণ্ডিতদের তেগ বাহাদুর বলেন, ঔরঙ্গজেব'কে গিয়ে একথা বলতে, যদি তিনি তাঁকে ধর্মান্তরিত করতে পারেন, তা হলে অন্যরাও একই পথ অনুসরণ করবেন। একথা শুনে মোগল শাসক ঔরঙ্গজেব এতটাই ক্রোধে জ্বলে ওঠেন যে, তিনি তেগ বাহাদুর'কে আটক করার নির্দেশ দেন। এরপর, ঔরঙ্গজেবের সেনারা গুরু তেগ বাহাদুর ও তাঁর অনুগামীদের বেশ কয়েকদিন আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালিয়েও তাঁদের মত বদলাতে পারেননি। ব্যর্থ হয়ে স্বৈরাচারী শাসক ঔরঙ্গজেব দিল্লির চাঁদনীচকে গুরু তেগ বাহাদুরের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। এখন সেখানেই রাকাবগঞ্জ গুরুদ্বার গড়ে উঠেছে, যেখানে গুরু তেগ বাহাদুরকে সমাহিত করা হয়েছিল। এই গুরুদ্বার গুরু তেগ বাহাদুরজীর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের এক প্রতীক। গুরু গ্রন্থসাহিব তেগ বাহাদুরজীর ১৫টি পাতা নিয়ে ১১৫টি শাবাদ সহ স্তোত্র ও শ্লোক রয়েছে। ■

যুগ যুগ ধরে কর্মের প্রতি ভারতের নিষ্ঠা গীতায় প্রতিফলিত হয়েছে

মহাভারত থেকে করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে *গীতা* আমাদের দেশের জন্য পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা এবং সম্প্রীতির ভাবনা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। *গীতায়* লেখা আছে, *'সমম সর্বেশু ভূতেশু তৃষ্ঠনানতম পরমেশ্বরম'* অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন প্রতিটি জীবের হৃদয়ে - এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী *শ্রীমদ ভগবৎ গীতার* টীকা সম্বলিত পান্ডুলিপি ও ই-বুক প্রকাশ করেছেন

শ্রীমদ ভগবৎ গীতা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, দেশকে পথ দেখানোর জন্য মানসিক শক্তির এটি উৎস। প্রতি সময়ে মনীষীদের গীতা পথ দেখিয়েছে। সারা পৃথিবী যখন করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, গীতার প্রয়োজনীয়তা সেই সময়ে আরো বেশি করে উপলব্ধি হচ্ছে। আর তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ জন বিদ্বান ব্যক্তির টীকা সম্বলিত শ্রীমদ ভগবৎ গীতা প্রকাশ করেছেন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে স্বামী চিদভবনানন্দের ভগবৎ গীতার কিন্ডেল সংস্করণ উদ্বোধন করেছেন। "শ্রীমদ ভগবৎ গীতা : সংস্কৃত টীকা সম্বলিত হাতের লেখার দুর্মূল্য

স্বামী চিদভবনানন্দের ভগবৎ গীতার টীকা সম্বলিত বইটির ৫ লক্ষ কপি বিক্রি উপলক্ষ্যে তাঁর ভগবৎ গীতার কিন্ডেল সংস্করণটি প্রকাশ করা হয়েছে। স্বামী চিদভবনানন্দ তামিলনাড়ুর শ্রী রামকৃষ্ণ তপোবনম আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

- **ভারতের মতাদর্শগত স্বাধীনতা ও সহনশীলতার প্রতীক হল গীতা। এই গ্রন্থ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে**
- **আদি শঙ্করাচার্য গীতাকে আধ্যাত্মিক চেতনা হিসেবে গণ্য করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্য গীতা ছিল অবিচল অধ্যবসায় এবং অদম্য আস্থার উৎস**
- **শ্রী অরবিন্দের জন্য গীতা ছিল জ্ঞান ও মানবতার প্রকৃত প্রতিমূর্তি এবং মহাত্মা গান্ধীর কাছে সঙ্কটের সময়ে এটি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করত**
- **নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দেশপ্রেম ও শৌর্যের অনুপ্রেরণা ছিল গীতা। বাল গঙ্গাধর তিলকের কাছে গীতা, স্বাধীনতা সংগ্রামে সময় নতুন ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছিল**
- **আমাদের আরো গবেষণা এবং লেখালেখি করা উচিত। যার মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্ম জানতে পারবেন, কিভাবে গীতা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছিল, কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য আত্মবলিদানে পিছপা হননি এবং গীতা আধ্যাত্মিকভাবে কেমন করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল**
- **এই ই-বুকের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র তামিল ভাষাভাষী মানুষেরা সহজেই গীতা পড়ার সুযোগ পাবেন। এখন বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের কাছে বৈদ্যুতিন গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই গীতার মহান ভাবনার সঙ্গে এই উদ্যোগ তরুণ সম্প্রদায়কে আরো যুক্ত করবে** ■

প্রধানমন্ত্রীর পুরো বক্তব্য শোনার জন্য এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

কোয়াডের যুগ

ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ব্যবসা বাণিজ্য ও কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোয়াড এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করছে। ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতার জন্য কোয়াড একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠবে।

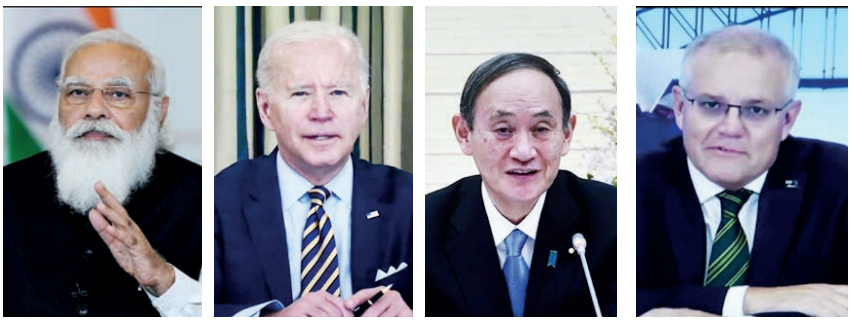

ভারত, আন্তর্জাতিক স্তরে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবেই উঠে আসছে না, ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কোয়াড্রিল্যাটেরাল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা (কোয়াড) ১২ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োসিহিদে সুগা উপস্থিত ছিলেন। স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল, অত্যাধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন সহ ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে আস্থা বাড়ানোর মতো সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলার বিষয়ে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

৩টি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর এই প্রথম চারটি দেশের প্রধানরা একত্রিত হন। কোভিড – ১৯ –এর মোকাবিলা করার উদ্যোগ এবং নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী টিকা যাতে ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সকলে পেতে পারেন, তার জন্য বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য এই গোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ■

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণটি শোনার জন্য এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

কোয়াড কি ?

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া – এই চারটি দেশের কৌশলগত জোট হল কোয়াড। এই গোষ্ঠী কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্যের আদান – প্রদান এবং যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করে। ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অভিন্ন নিরাপত্তা, পরিবেশ, ব্যবসা বাণিজ্য সহ অন্যান্য বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ এই জোট সুনিশ্চিত করে। এই দেশগুলি বার্ষিক প্রতিরক্ষা মহড়া "মালাবার"–এ অংশ নেয়।

টিকার অংশীদারিত্ব

- কোভিড - ১৯ নির্মূল করার জন্য কোয়াড অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে
- ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টিকাকরণের জন্য কোয়াড নেতৃবৃন্দ নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তুলবে। এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও কোভ্যাক্সের মতো বহুদেশীয় ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করা হবে
- ভারতে নিরাপদ কোভিড - ১৯ টিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোয়াড সদস্যভুক্ত দেশগুলি একযোগে কাজ করবে
- ভারতে নিরাপদ কোভিড - ১৯ টিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোয়াড সদস্যভুক্ত দেশগুলি একযোগে কাজ করবে

জলবায়ু সংক্রান্ত গোষ্ঠী

- প্যারিস চুক্তি অনুসারে তাপমাত্রার পরিমাণ বজায় রাখা সহ এই চুক্তিকে বাস্তবায়নের জন্য কোয়াড অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করবে
- কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পেতে কোয়াড, সব রকমের সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ

অত্যাধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি

- প্রযুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ব্যবহারের জন্য একটি নীতি তৈরি করা হবে
- আমাদের দেশগুলির প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুণমান বজায় রাখার বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে
- টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরঞ্জামের সরবরাহ এবং ভবিষ্যতে টেলি যোগাযোগের চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের বেসরকারী ক্ষেত্রে নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া হবে

অনুপ্রেরণাদায়ক তথ্য

আমরা প্রায়শই বিখ্যাত লোকেদের গল্প শুনে থাকি। কিন্তু এই গল্পগুলির পেছনেও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা থাকে। মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামে এধরণের একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক ঘটনা ঘটেছে। এই গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে সৌরশক্তির মাধ্যমে রান্না হয়। অন্য ঘটনাটি দুই তরুণের, যাঁরা বিশ্বের প্রথম পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি উদ্ভাবন করেছেন – যা পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহ যোগাবে।

রান্নাঘরে সৌরশক্তি ব্যবহারকারী প্রথম গ্রাম

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার বাঞ্চা একটি সাধারণ গ্রাম নয়। সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই গ্রামের উদ্যোগ আজ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। উপজাতি অধ্যুষিত এই গ্রামে মাত্র ৭৪টি বাড়ি আছে। ভারতে বাঞ্চাই হল একমাত্রই গ্রাম, যেখানে প্রত্যেক বাড়ির রান্নাঘরে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়। মাখনলাল চতুর্বেদী ন্যাশনাল জার্নালিজম ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক লোকেন্দ্র সিং এবং প্রযোজক মনোজ প্যাটেল একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। এই তথ্যচিত্রে এই গ্রামের মানুষদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৬ সালে জল সঙ্কটে দীর্ণ বাঞ্চা গ্রামের বাসিন্দারা বালির ব্যাগ দিয়ে বৃষ্টির জল সঞ্চয় শুরু করেন। যখন তাদের গ্রামের জলের সমস্যা মিটে যায়, তখন তাঁরা বর্জ্য পদার্থ ও প্লাস্টিক মুক্ত গ্রামে গড়ার কাজ শুরু করেন। এর পর তারা ওএনজিসি এবং বম্বে আইআইটির সহযোগিতায় প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হন। তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে সৌরশক্তি চালিত উনুন বসানো হয়। এখন প্রত্যেক পরিবার সৌরশক্তির উনুনের মাধ্যমে রান্নার কাজ করে।

বিশ্বের প্রথম ১০০ শতাংশ পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি

সাধারণ রাসায়নিক ব্যাটারির ফলে দূষণের মাত্রা কমানোর জন্য নিমিষা ভার্মা ও নবীন সুমন একটি অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের নতুন উদ্যোগ – অ্যালয় ই-সেল বিশ্বে প্রথম ১০০ শতাংশ পরিবেশবান্ধব ও ক্ষতিকর নয় এধরণের ব্যাটারি তৈরি করেছে। সাধারণ ব্যাটারিতে দস্তা ও পারদের মতো বিষাক্ত ধাতু থাকে। তারা এই রাসায়নিক উপাদনগুলির পরিবর্তে অ্যালয়ভেরা ব্যবহার করেন। ব্যাটারিতে ভেষজ ইলেক্ট্রোলাইট ব্যবহার করা হয়েছে, যার নাম অ্যালয় ই-সেল। এই ব্যাটারি স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর ফলে কার্বন নিঃসরণ কম হবে। এএ এবং এএএ সাইজের ১.৫ ভোল্টের ব্যাটারিগুলি বর্তমানে ব্যবহৃত ড্রাইসেল ব্যাটারির পরিবেশবান্ধব বিকল্প। এই ব্যাটারিগুলি রিমোট কন্ট্রোল, ঘড়ি, খেলনা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ ব্যাটারির থেকে এগুলি ১০ শতাংশ সস্তা এবং দেড়গুণ বেশি চলে। নবীন ও নিমিষা, তাঁদের উদ্ভাবনের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৯ সালের বেস্ট বোল্ড আইডিয়া অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং শ্নাইডার গো-গ্রীণের আন্তর্জাতিক বিজয়ী সম্মান। তারা ২০২০ সালের ন্যাশনাল স্টার্টআপ পুরস্কারও পেয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

প্রথম কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে @POTUS @JoeBiden, প্রধানমন্ত্রী @ScottmorrsonMP এবং প্রধানমন্ত্রী @sugawriter –এর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সাগর – এই অঞ্চলের সকলের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে সাজুয্য রেখে ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুক্ত ও সমন্বিত পরিবেশ গড়ে তোলায় ভারতের অঙ্গীকার আবারও জানাচ্ছি।

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

দেশ হিসেবে নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা, আমাদের ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করছি। যাতে ভারতের আর্থিক উন্নয়নে সুবিধা হয়।
আমাদের বর্ধিত প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যে কোনো আকস্মিক ঘটনার মোকাবিলা করতে আমাদের সাহায্য করবে।

অমিত শাহ @AmitShah

প্রধানমন্ত্রী শ্রী @narendramodi জি কে #VocalForLocal কে স্বাগত জানানোর উদ্যোগে সামিল হয়ে আমিও নিকটস্থ খাদি ভান্ডার থেকে পোষাক ও খাদ্য সামগ্রী কিনেছি।
দেশবাসীর কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, আপনারাও সবাই মোদী জির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসে পাশের থেকে দেশের উৎপাদিত সামগ্রী কিনুন এবং #VocalForLocal উদ্যোগে সামিল হন।

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

শহরাঞ্চলে প্রথম দীর্ঘতম (৩.৬ কিলোমিটার) উড়ালপুল এক্সপ্রেসওয়ের উপরে এবং শহরের মধ্যে ৮ লেনের সুড়ঙ্গ করা হবে। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি আটকাতে ১২,০০০ গাছকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় সাফল্যের হার ৮৪ শতাংশ।

ধর্মেন্দ্র প্রধান @dpradhanbjp

#AatmanirbharBharat –এর লক্ষ্য পূরণে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থানের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকার ডিএফআই –এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতি হবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। #CabinetDecisions

প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল @prahladspatel

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আর তাই আমরা এগুলিকে আকর্ষনীয়ভাবে তুলে ধরছি। এর জন্য একটি ছোট্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিনা পরিশ্রমে আমরা কেউই সাফল্যের স্বাদ পাই না। @PMOIndia @JPNadda @incredibleindia @MinOfCultureGoI @BJP4MP

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
April: 1-15, 2021

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22 posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly (Publishing Date March 20, 2021, Pages - 40)

লবণ সত্যাগ্রহের ৯১তম বার্ষিকী

লবণ আইন ভেঙে গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন

আমাদের জন্য লবণ সততা, বিশ্বাস, আনুগত্যের প্রতীক। আমরা আজও বলি যে দেশের নুন খেয়েছি। এর মানে এমনটা নয় যে লবণ খুব দামী। আসলে লবণ শ্রম, সাম্য ও আত্মনির্ভরতার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সময় নুন ছিল আত্মনির্ভরতার প্রতীক। ভারতের মূল্যবোধের পাশাপাশি ব্রিটিশরা সেইসময় আত্মনির্ভরতাতেও আঘাত হেনেছিল। ভারতের মানুষকে ইংল্যান্ড থেকে আনা নুনের ওপর নির্ভর করতে হত। গান্ধীজি জনসাধারণের এই দীর্ঘদিনের সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের মানুষের আবেগ উপলব্ধি করে সেটিকে প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন, যার থেকে সকল ভারতীয় একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

Bengali

Editor: **Jaideep Bhatnagar**, Principal Director General, PIB, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt. Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20